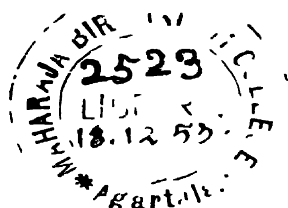
সায়ম্

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



সারস্বত-মন্দির
ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
সারস্বত-মন্দির
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

মূল্য—দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

সূচী

-: * :—



সায়ম্

পারুলের আহ্বান

সাত ভাই চম্পা, জা—গো—
জা—গো—জাগো মোর সাত ভাই।
নিদাঘের ভোবে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্
অরণ্য মাঝে আব রাত নাই,
চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই

এল গেল বসন্তে কত না আগন্তুক,
জ্বলে' গেল চূতকলি ঝরে গেল কিংশুক,
রাঙা পাযে চলে গেল,
অশোক কি বলে গেল ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

খুলে' ফেলি' তনুভরা সোণালি ফুলের রাশ
সেঁাদাল ধরিল শিরে নবীন জটার পাশ,
শিমূলের লাল আঁখি
দিগন্তে দিল ফাঁকি,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

নবনীল অম্বরে বসন্ত নতমাথে
নবমল্লীর ডোরে ফাগুনের দিন গাঁথে ;—
সেদিন গিয়াছে চ'লে,
নিদাঘ উঠিছে জ্ব'লে,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে অনল-রাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

টগ্‌বগ্‌ ফুটে ধূপ গগনের কটাহে,
বাসন্তী কেতু তার ছোপাইবে কে তাহে ?
তুলি' নিঃশঙ্ক
কৌসুম শঙ্খ
কে বাজাবে ? চম্পা গো জা—গো—!

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা !
ভুঁইএ ভূঁইএ ফুঁড়ে ভুঁই
ভুঁইচাঁপা জাগ্‌ তুই,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

সায়ম্

দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত সাগরে,
গরবিণী পারুলের সাত ভাই জাগো রে !
ভাঙি সুন্দর তনু,
সৌরভী জয়ধনু
টঙ্কারি' চম্পা গো জা—গো—!

চইতের শেষ হ'তে আষাঢ়ের ওপারে
সহীদের মরুপার পায়ে পায়ে কে পারে ?
পারুলের সাত ভাই
পারে সেই চম্পাই ;
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

বসন্ত গেছে গেছে, হাত নাই, হাত নাই,
অশান্ত গাছে গাছে রাত নাই, রাত নাই।
তোরি আসা আশা করি'
পিক গাহে আশাবরী
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!
জাগো মোর সাত ভাই জা—গো—!

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি ?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রযাস রাণি !
আজি নিশিশেষে ব'সে মুখোমুখি
নব পরিচয় দুজনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি'
মিলাব নয়ন নয়নে তব।

সায়ম্

আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে?
যুগসঞ্চিত চুম্বন ভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব,
ভেবেছিলে সখি, তোমার সে ভার
আমার অধর পাতিয়া লব।
হায় সখি হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা
অসহ তাহার বহনের ভার—
নামাতে যে চাহি অহনিশা।
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হতে উড়িয়া চলে?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতি ঝরণ
ও-কপোল তলে শুকায়ে উঠে?

সায়ম্

কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে !
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে !
এবারের মত শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে !
এবারের মত ফুলন ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে ?
কোন্ কুহকীর কুহু কুহু কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে !
কোন্ সে চাঁদের মধু পূর্ণিমা
ভোর হয়ে যায় ও-তনুপারে !
অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখি কার গন্ধশোভা ?
তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।

সায়ম্

অমন করিয়া চেয়োনাক সখি
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
ছুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হ'তে তনু, দীপ হ'তে দীপ,
যে অতনু-শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহখানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি দিব বল কাহার দেহে ?

আমরা দুজনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা !

তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারি নে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি,
আমার পশরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।
হেঁকে চল তুমি—চাই সুধা চাই—
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,
আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় ক'রে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস্ মোরে ?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে ?

সায়ম্

অধরে অধরে ধরাধরি ক'রে
মিলনের বোঝা নামাস পথে।
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি!
পুনঃ কি দুরাশে তোরি পাশে পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারী,
হায় মায়াবিনী সুধাপশারিণী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী!

———

* বন্ধুর অভিনন্দন দিনে

অনেক বন্ধু এসেছে বন্ধু তব অভিনন্দনে,
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে তাদের মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সেই বেদনাই মাপে।
তব সঙ্গীত সার্থক হ'ল যাদের বেদনা গাহি,
তোমার তরণী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রু বাহি,
এই আনন্দ-দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে।

* বন্ধু—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সায়ম্

নিষেধ করেছি, কেহ বা শুনেছে কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া বন্ধু তোমার মার্জ্জনা আমি চাই।

কাঁটাবন হ'তে ব'লে পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া
"বন্ধুরে বোলো মোর শিরে আজও সমান ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হল যে কণ্টকবন্ধন!
আজ পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,—
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।"

তোমার পথের ঝরা শেফালীরা এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী আর বার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার হাতে হাতে হাত ধরি,'
ব'লে গেল তারা--"বলো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।"
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়—
কয়ে গেল তারা—"শরতের শত শপথ স্মরিও প্রিয়।"

হেরিনু বন্ধু, বাদল সন্ধ্যা বহি' যায় কুলুকুল্,
ভেসে এল তায় কোন্ সাঁঝদীপ কোথাকার ঝিঙ্গা ফুল।
ভেসে যেতে যেতে বলে গেল তারা "বোলো বোলো বন্ধুরে
একগাঁয়ে ছিল বসতি মোদের আজ চলি কোন্ দূরে।
বোলো তারে মোরা আলোকরেছিনু যে-কুটীর যে-আঙিনা
আজ বাদলের আঁধারে হয়ত কঠিন হবে তা চিনা।
তবু বোলো তারে ভাই,
সে ঘর আঙিনা আঁধার রহিল, মোরা যাই, ভেসে যাই।"

শুধালো নিশীথে তোমার দেশের চরের চক্রবাকী—
"সন্ধান তার পেল কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী ?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা,
এ জীবনভোর হয় নিশিভোর ভাঙা ত লাগেনি জোড়া।
বোলো বোলো তারে মোদের বন্ধু তোমার মিতারে বোলো,
তাদের গাঙের অবুঝ পাখীর দিনরাত এক হোলো।"
এমনি কতনা এল রবাহূত, তাদেরি বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বলত কেমনে নিজ আনন্দ কহি ?

সায়ম্

এসেছি বন্ধু মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বার বার।
এসেছি বন্ধু, দু'পায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবনশ্বাস।

নিষেধ করেছি, শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি,
তোমার বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটে কাটা কটি কলি।
আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পূরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে, হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন।

———

রবিপ্রণাম

দূরে অস্তগিরিচূড়ে
রক্ত মেঘকেতু উড়ে,
দিবা হ'য়ে আসে অবসান ;
'জয়তু অরুণচ্ছবি'
'জয়তু প্রসন্ন রবি'
উঠে বৈকালিকী স্তবগান।
আসন্ন রাতের ভয়
কেমনে বা করি' জয়
কলকণ্ঠ তুলে বনপাখী ?
তারা কি গো জানে মনে
নিশান্তে উদয়-ক্ষণে
ও-রবি দিবেনা কভু ফাঁকি ?

সায়ম্

যে রবি পশ্চিমে ডুবে'
নিত্য পুনঃ উঠে পূবে,
আমাদের সে রবি যে নয় ;
যে রবির পাখী মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে ত হবে না উদয়।
তাহারি সাঁঝের পাখী
মোরা তারে পিছু ডাকি'
কহি আজ—ওগো বন্ধু শোনো,-
হোথা কি দেখিছ চেয়ে ?
উঠে কি দিগন্ত বেয়ে
সন্ধ্যার মতন ছায়া কোন ?
নয় ত ও সন্ধ্যা নয়,
হয়ত মোদেরি ভয়
দিক্‌পারে রচে অন্ধকার।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা মেলি'
তব গান ছায়া ফেলি'
যুগান্ত হ'তেছে না ত পার ?

হয়ত তোমারি ছন্দে
বাঁধিতে নূপুরবন্ধে
দলে দলে অপ্সরীরা নামে,—
তাদেরি রঙিন্ বাসে
মায়াসন্ধ্যা উড়ে আসে
তাদেরি কাজল কেশদামে।
হয়ত তোমারি পাশে
দূতমেঘ ফিরে আসে
বহি তব প্রিয়ারই বারতা।
হয়ত বা এত কালে
কালের উদাস ভালে
তব সুরে ঘনাইল ব্যথা।
আমরা নীচের পাখী,
এ পাখা বিধির ফাঁকি,
আকাশের সংবাদ না পাই,
ঘটিছে যা লোকে লোকে
ছায়া পড়ে তব চোখে,
তাই বন্ধু তোমারে শুধাই—

সায়ম্

দিক্ হতে ঘুরে দিক্
তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা ?
মরুব্যোমে প্রাণঝড়ে
তবে কেন ছিঁড়ে পড়ে
উড়ে-লাগা আকস্মিকী শিখা ?
জ্বলে নেভে দীপমালা,
তা ল'য়ে সাজায়ে ডালা
আদিত্যপিণ্ডের আরাত্রিকে,
শূন্যমুখে বাষ্পাম্বরা
বারংবার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে।
এই পূজারতি মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
যত জ্বলি মনে হয়
জ্বালার এ অপব্যয়,
কেবলই ত আপনা-বঞ্চনা।

অমৃত যাহার গান,
সেও যদি ম্রিয়মাণ,
তবে বন্ধু কার মুখে চাই?
তোমারও জয়ন্তী দিন
নহে পরাজয়-হীন,
তবে আর কার জয় গাই?
জানি বন্ধু জানি জানি,—
তোমার কণ্ঠের বাণী
বিশ্বজনে রেখেছে ভুলায়ে,
ক্ষিতির কুসুম-মালে
ব্যোমকেশ-জটাজালে
তুমি বন্ধু দিয়েছ ত্বলায়ে।
জানি ওগো জানি ফের
জরাতুর বসন্তের
তুমি এসে ফিরালে যৌবন,
অশ্রুক্লিন্ন অন্ধরাতে
আষাঢ়ের আঁখিপাতে
নামাইলে নবীন ক্রন্দন।

সায়ম্

হেন রবি প্রাণময়,
তারি রাত্রি অনুদয় !
জড়পিণ্ড ডুবিবে উঠিবে ?
মূঢ় বিহঙ্গম দল
নিত্য করি কোলাহল
চিরদিন তাহারে বন্দিবে ?
এই অভিমানে মোরা,
শঙ্কা ল'য়ে বুকজোড়া,
মোদের রবির গাহি জয়।
জগতে ত কত ভ্রম,
কত হয় ব্যতিক্রম,
এ-সন্ধ্যা কি না হ'লেই নয় ?
ভবিষ্য নিশার পাখী
আকাশ বাতাস ছাঁকি'
তব গীতে কণ্ঠ ভরি লবে ;
যে কণ্ঠ গাহিছে গান
তাহে জয়মাল্য দান,
হেন ভাগ্য তাদের না হবে

সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ
আমরা সাঁঝের পাখী তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি,
পাখীর প্রাণের কবি।"
ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্দ্ধে তুলি' ক'ব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা
যে পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধন-বেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

———

বৈশাখ

নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারাদিন
কালীয় নাগের কুটিল বিষে,
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল
ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
বহে কালিন্দী মগ্নচন্দ্রা
তমস্বিনীর অতল খাতে,
বাহে তার তরী ব্যোমের প্রহরী
কালপুরুষ সে বৈঠা হাতে ;

চাহিয়া দেখিল নির্নিমিষে
কালিন্দীনীরে ভেসে চলে ধীরে
মৃত চৈত্রের একত্রিশে।

পূর্ব্বতটের সূতিকাকুটীর
সহসা ভরিল শঙ্খরবে,—
মৃতবৎসার নূতন কুমার
নব বৎসর জন্ম লভে!
কালপুরুষের বৈঠা চলে,
মৌননাদিনী কালিন্দীবুকে
আঘাতে আঘাতে তারকা ঝলে।

কালের ভগিনী অয়ি কালিন্দী,
নাগকালীয়ের পরমা সখী,
শুধু ভেসে যেতে যে নামে ও স্রোতে
তার আগমন নিরর্থকই।

ঝাঁপায়ে যে দুঃসাহসী বালক
ডুব দিতে পারে ও কালোদহে,
তারি চরণের চিরলাঞ্ছনা
যুগে যুগে নাগ ফণায় বহে।

কে আসে সেই বালবৈশাখ,
যে বৈশাখের গোপন ডাকে
বার বার মোরা ক্ষমা ক'রে চলি
পাঁজির পাতার অবৈশাখে ?
দু'মুঠো ধুলি ও ক'টা ছেঁড়া পাতা
উড়ায়ে ঘুরায়ে ভুলিবে সেকি
মামুলি মোদের প্রলয়ঝঞ্ঝা,—
যারে কহি মোরা 'কালবোশেখী' ?
মোদের ভোলাতে সেও কি দোলাবে
জলডুণ্ডুভ জলদজটে,
তারও মুখে শুনে মেঘের ভেঁপু কি
কব—ঈশানের বিষাণই বটে !

তারও নয়নের রোষকটাক্ষ
শূন্যগর্ভ বজ্ররবে
বিদ্রূপময়ী বিদ্যুৎসম
বারংবার কি ব্যর্থ হবে ?
তার আগমনে সাগরে সাগরে
ঝাঁপ দেবে না কি মরণলুভী ?
সেদিনও কি হবে আনাচে কানাচে
জীবনডোবায় হৃদয়-ডুবি ?

জানি জানি দেবী, সে বৈশাখ ও
এ বৈশাখের প্রভেদ জানি,—
সে এলে কি আর খাঁচার কোকিল
গাবে নিখিলের নিদাঘবাণী ?
এবারও আসিছে গতানুগতিক,
উনিশের পর যেমন বিশে ;
মহাবিষুবের ধুনির ভস্ম
কোথা সে চৈত্র-একত্রিশে ?

সায়ম্

চৈত্রান্তিক এ কালো রাত্রি
সত্যই যদি মৃত্যুমুখে,
কে বৈশাখী পায়ের চিহ্ন
ফুটে ফুটে উঠে গগনবুকে ?
সংক্রান্তির জীর্ণ পাঁজর
দীর্ণ করিয়া মহোল্লাসে
পহেলা চাঁদের তিলক ললাটে
বালবৈশাখ কে সে আসে ?

তব তীরে বসি' অয়ি কালিন্দী,
স্তব্ধতা নব শুনি যে শুনি,—
সে বৈশাখের আশায় আকাশে
কালপুরুষের বৈঠা গুনি ।

———

শাওনিয়া

(একতারার গান)

শাওন এল ওই,
থৈ থৈ শাওন এল ওই !
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

সায়ম্

ফুলভরা কোন্ ভুল আঙিনায়
হায় রে ও বাউল !
ভিখ্‌মাগুনে গিইছিলি তুই
কোন্ ভাঙনের কূল !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কোন্ ডালে তুই ঝুলিয়েছিলি
ভিক্ষের ও ঝুলি ?
কার মুঠিতে উঠ্‌ল রে ওই
চম্পকগুলি ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই ।

কোন্ কালো চোখের বাদলে
ভিজ্‌ল গেরু'বাস ?
কোন্ শেফালির শাখায় বেঁধে
শুকিয়ে নিতে চাস্ ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

করঙ্ক তোর নামিয়েছিলি
কোন্ লতিকার তল ?
সংগোপনে কে ভরিল
জুঁই-ঝরানো জল ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

পা'র তলে কামিনী দলে
বাউল ছাড়া কে ?
বন্‌কেতকী ফুট্‌ল রে তোর
কোন্ পথের বাঁকে ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

ঝড় জলে কোন্ কদমতলে
রাত কাটালি কাল ?
ঝর্‌ল কেশর ভর্‌ল রে তোর
ভিজে জটাজাল।
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে
বাদল ঝরোঝর্,
বকুল-বীথির ফুল-বাদলে
ভিজ্‌ল কি অন্তর ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কার করোটি কুড়িয়ে বাঁধা
তোর ও একতারা,
ফুরিয়ে যাওয়ার সুর বিনা সে
হ্যায় না ত সারা !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

একতারে আজ তার ছিঁড়ে কার
গানের ফরমাসে ?
কোন্ ঠাঁইএ কণ্ঠ বাঁধিলি
কার সুরের ফাঁসে ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই ।

শাওন গাঙের ভাঙন্ বেয়ে
ঘট ভরি কাঁখে
কোন্ বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে !
থৈ থৈ শাওন এল ওই।

তারছেঁড়া একতারার মায়া
আর কেন বা হায়,
বৈরাগী শোন্ এমন শাওন,
ভাসিয়ে দে না তায় !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

———

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি ?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি।
আকাশে হইল দৈববাণী—
জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী !

অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্ম্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমাকে পরশি হে হুতবহ!
যুগান্তরের সর্ব্ব নরের
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।
শুনিল যে দিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্র সবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে,
এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ংবরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা—চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারী-গলে।
অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি—

যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণমূলে,
স্বর্গ হইতে বাণে ভরা তূণ
নেমে এসে তার পৃষ্ঠে দুলে !
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্য্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কিনা—
সে কথা জানে না বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চ পতি !
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,—
বিকার-বিহীন তুমি গো সতী।
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি ?

উঠেছ অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ব্ব তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা, হাসি' পার্থবীরে,
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা—
ধরিল নকুল হৃষ্ট মনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে।

কেহ বলে তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি একসাথে
তোমারে তাদের হৃদয় সঁপে।
সে সব কাহিনী জানি বা না জানি
তেজস্বিনী গো তোমারে চিনি,
আপন-যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্মে জন্মে তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধ্বি পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটীর গর্ভে জন্মে যে সতী,
সে দিল পরখ অনলে পশি ;—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি' ?

* * * *

রাজসূয়ে যারা কোরেছিল রাণী,
জুয়া হারি’ তোমা বেচিল তারা ;
হে শিখারূপিণী ! না জানি কেমনে
সেদিন হওনি ধৈর্য্যহারা ।
মর্ম্মান্তিক জাগরণে জাগি’
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি ?—
শুনিলে যখন আজ হ’তে তুমি
নূতন রাজার পুরাণো দাসী ?
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ’তে তব বসন টানে,—
হুতাশন হ’তে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্ম্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,

প্রমোদ-রাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি।
সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি সাথে।
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম
মর্ম্মে সেদিন বুঝিলে মা তা'—
ক্রূর নগ্নোরু দুর্য্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা !
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা,—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।

তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল ?
সারা অম্বর চরণে লুটে !

বর্ষাবারিত দাবাগ্নি সম
ভ্রম’ বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্ব্বে
নারীজীবনের সর্ব্বদুখই।
হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বাম পদে তোমা প্রহার করে।
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে
পতঙ্গ-সম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে !

ঘুরে' যায় চাকা, দূরে যায় দেখা—
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ রাণি !
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে ।
মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে' মারে সাত বীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে ?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী।
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—

রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-ঊরু !

তবু কোথা শেষ ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্ত-ঘাতক-করে—
কাঁদে ফাল্গুনি কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ক্ষরে।
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—"নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।"
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটীর তলে,

অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্বাণ মরণ জ্বলে !

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোন ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে
সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপমালা, উপচার-থালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্চ্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহে না আরতি,
সে অনলে আর বহেনা হুত,

বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত।
মন্দির ছাড়ি দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ-নভে,—
দূরে দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !

কুরঙ্গিণী

মনোমরুবাসী হে চিরপিয়াসী
কুরঙ্গিণী !
বুকের মাঝার শুনিনা ত আর
তব চরণের দ্রিনিকি দ্রিনি।

দীপ্ত নভের রুদ্র কৃষক
খেয়াল-সুখে
আসে যায় আর যে বীজ ছড়ায়
সহস্র করে বালুর বুকে,
তারি অঙ্কুর খুঁটিয়া খেয়ে,
দিগ্‌দিগন্তে চলিতে ধেয়ে,
অন্তর-পথে মরুমরুতের
অজানা জলের গন্ধ পেয়ে।
কুরঙ্গিণী,
শুনিনা ত আর বুকের মাঝার
পিয়াসী পায়ের সে দ্রিনি দ্রিনি

ছায়া-যবনিকা মিছা মরীচিকা
মরুর পারে—
টল টল জল নিতল শীতল
দূর খর্জ্জুর-বীথির আড়ে,—

চাহি' তব মুখ বঞ্চিত বুক,
দিনু তা মুছে,
মায়া-তুলীলিখা মৃগতৃষ্ণিকা
নিঃশেষে সে ত গিয়েছে ঘুচে।

আজি দেখ চাহি দূরে ও দূরে,
লেলিহ গগনে আগুন ঝুরে,
মরু জুড়ে শুধু মরু ঝড়ে ধূ ধূ
তপ্ত বালুকা ঘুরিয়া উড়ে।

এ মরুভূমি
তৃষ্ণা-সাগরে জোয়ার জাগাল,
হে চিরতৃষিতা কোথা গো তুমি?

সায়ম্

আপনারে দহি' কান পেতে রহি
কুরঙ্গী রে!
যদি উঠে দূর চরণের সুর
কৃশানু-রেণুর ঝর্ণাতীরে,—

যদি কোনদিন দৈব-অধীন
ভাসিয়া আসে
তব পিপাসার ঘন দুঃশ্বাস
দগ্ধ দিকের দীর্ঘশ্বাসে।

হায়রে বৃথাই দিবস কাটে
সূর্য্য লুটায় অস্ত-পাটে,
তোমার পায়ের চিহ্ন ফুটে না
রাঙা সন্ধ্যার ভাঙ্গা আঘাটে।

কুরঙ্গী রে,
বালু ফুঁড়ে দূরে উঠে মৃগাঙ্ক—
আমি ভাবি তুই এলি বা ফিরে!

যুগান্ত ধ'রে দিগন্ত তোরে
প্রবঞ্চিছে,
তাই তোরি লাগি হায়রে অভাগী,
করিনু যে শ্রম হ'ল কি মিছে ?

রুদ্রের ভাল দহে চিরকাল
বহ্নিশিখা,
ছিল নিদ্রিত তাই সে সহিত
ললাটে মিথ্যা জলের টীকা।

আজি সেথা পুনঃ অগ্নি ক্ষরে
মরীচিকাজাল ছিঁড়িয়া পড়ে,
দিগম্বরের গ্রন্থি কসিয়া
জেগে বসেছে সে দিগন্তরে।

হে মরুমৃগ,
যতদূর চাই মরীচিকা নাই,
এ মরুরে তাই ত্যজিলে কিগো ?

সায়ম্

শস্যশ্যামল সজল বনের
হরিণী তুমি,
কবে কি কারণ করিলে বরণ
ধূসর উষর এ মরুভূমি ?

তাহার দাহনে তোমার পিপাসা
মিটিল না ত,
সজল বনের কাজলে আঁকিয়া
পিপাসু চোখের অঁাজল পাতো।

আশাতুর সেই তৃষার টানে
বহ্নির চোখে সলিল আনে,
ঠিক দুপ'হরে দিক্‌-সীমা'পরে
ব'সে যায় মরু জলের ধ্যানে।

হে পিপাসিতা,
গেল পিপাসার সব গৌরব
তোমারি মায়ায় বোঝনি কি তা ?

সায়ম্

বনের পিপাসা ধন্য—জলের
অন্বেষণে,
মরুর পিপাসা সার্থক শুধু
জলের আশার বিসর্জ্জনে।

বনের পিয়াসা মরুর বক্ষে
আনিলে বহি',
কাঁদালে তাহারে বারে বারে বারে
একই ব্যর্থতা নিত্য সহি'।

ঘুচানু সে তব অবমাননা,
মিছার পিছনে সে লাঞ্ছনা।
কে জানিত হায় বাঁধিতে তোমায়
প্রয়োজন ছিল প্রবঞ্চনা

হে মায়ালোভী,
বুঝি নাই আমি চেয়েছিলে তুমি
জলের অভাবে জলের ছবি!

সাম্যম্

আজি কি পূর্ণ,—নিয়ে এসেছিলে
যে অভিলাষ?
সাঙ্গ কি হ'ল গিরি-বিহারিণী
বনহরিণীর মরুবিলাস?

এতখন তুমি ফিরি বনভূমি
আছ কি শুয়ে?
পিয়াল-রেণুতে ভরা তনুখানি
গিরি-ঝর্ণার সলিলে ধুয়ে?

মরুর পিপাসা মরুর বুকে
আজ হ'তে একা মরুক্ ধুঁকে,
চঞ্চল তব চরণ-পরশে
কাঁপুক্ কানন শিহর-সুখে।

হে বনমৃগ,
নিত্য-নিরাশ ছাড়ি' মরুবাস
তোমার তিয়াস মিটিল কি গো?

বেদিনী

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ
ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্‌রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই
তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই
বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো,
সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী,
দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ্‌রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্।

সায়ম্

কি হ'লো বেদিনী তোর ?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর ?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন ?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন ?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে
বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে
নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা ত বুঝিস্ বেদিনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী ?

বেলায় বেলায় পথের খেলায়
বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুর-ও
নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী,
ভরা বুকে বুক চাপি।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি
সাথে শততালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী
চিরসাথী শির'পর।
এ সবে কি রুচি নাই ?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে
নয়ন মেলিলি তাই ?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,

তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি' বনে বনে
হাতে ছাগলের দড়ি,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্
ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই
ঘাঘ্‌রায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন্ রে বেদিনী শোন্
স্থরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে
গুরু গুরু গর্জ্জন!

ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও
কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই ছাখ্
ঘন ঘন পড়ে টান।

কেন উদাসীন আন্‌মনা হেন
বেদিনী, বেদের মেয়ে ?
দূরের বাঁশীর স্বরে তুইও কিরে
উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে ?

* * * *

সাম্যম্

অকালে এল এ কালবৈশাখী

কাছে আয় কাছে আয়,

যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী

যা ছিল তাও যে যায়।

ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু,

টুটে যায় দড়াদড়ি,

ফুটো ভাঁড় আর কানাভাঙা হাঁড়ি,

দূরে দূরে গড়াগড়ি।

অকালের এই কালবৈশাখী—

ভেঙে দিল তোর ঘর,

সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে

বেদিনী রে হাত ধর।

ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—

ভয় নাই ভয় নাই,

এ মাঠ ছাড়িয়া চলরে বেদিনী

আর কোন মাঠে যাই।

হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে

আঁধারে আঁধারে চল্—

আকাশে খেলায় লয়া লয়া সাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে
যা হবার তাই হোক্—
বেদে বেদেনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক।

বাদল-বিদায়

পাতায় পাতায় হাসিতে হাসিতে
বহুদূর এলে ভাই,
এবার খানিক আলোর বদলে
বাদলের গান গাই।

আষাঢ় গিয়েছে শ্রাবণ গিয়েছে,
ভাদর বসেছে যেতে,
কেহ নাই তার শেষ বারিধার
নিতে চায় মাথা পেতে'

তোমরা শিশুর দলে
কে ভিজিতে চাও এই সন্ধ্যায়
শেষ বাদলের জলে ?

আজি পলাতক দিনের আলোক
ভাবিছে মেঘের আড়ে—
রাতের পাথার এক ডুবে পার
হ'তে পারে কি না পারে।
আজি আকাশের চোখে শেষ জল
ঝরায় ভাদর রাতি,
গোপনে ধরণী ধরিছে সে ধারা
শেষ অঞ্জলি পাতি'।

মাঠে মাঠে ভাই ভিজিতে ভিজিতে
চল তাই দেখে আসি
আঁধারের মুখে ঘন বিদ্যুতে
কত বিদ্রূপ-হাসি !

সায়ম্

বর্ষার ছাটে যে সব সুবোধ
শার্সি আঁটিয়া আছে,
বাদলের হাওয়া অঙ্গে লাগিলে
যারা ঘন ঘন হাঁচে,
তাদের নিওনা সাথে,
বর্ষা বাঁচায়ে ঘরে থাক্ তারা
বেঁচে থাক্ দুধে ভাতে।

তোমাদের মাঝে অবুঝ যাহারা,
কারণে ও অকারণে
বর্ষায় ভেজা ভালবাস ভাই
তারা এস মোর সনে।
এস দেখে আসি ভাঙিছে পদ্মা
শেষ বালুবন্ধন,
এস শুনে আসি বাতাসের শেষ
অরণ্যে ক্রন্দন।
ভাদরের ব্যথা বুঝাবার নহে—
বড় দুর্দ্দিন ভাই,

আঁধারের দূত বজ্রে ঘোষিছে—
আশ্বিনে হাসি চাই।
তোমরাও ভাই হেসো,—
শুধু বাদলের বিদায়-বেলায়
বারেক বাহিরে এস।
এবারের মত বাদল ফুরায়
বিদায় দিই গে চল,
আবার বাদল আসে কিনা আসে
কেবা জানে ভাই বল ?





ভ্রমর

হে মোর ভ্রমর চিকণ কালো !
কেমনে এলে এ অজানা প্রবাসে ?
আছ ত ভাল হে ছিলে ত ভালো ?

রুক্ষ শহরে রুদ্ধ এ ঘরে
নিদাঘের দাহ সুদুঃসহ,
এসেছ যখন, কহ গো বন্ধু,
শ্যামল দেশের বারতা কহ
সেথা কি এবারও আগেকার মত
বৈশাখ আসিয়াছে ?
রসাল-বীথির ছায়ায় ছায়ায়
সোনাল কূটজ গাছে ?

সায়ম্

দীঘির পাড়ে সে দুপুর বেলায়
ঘুমায়ে পড়ে কি বকুল তলায় ?
আলস ভাঙিয়া জেগে বসে সে কি
কলস ভরার রবে ?—
অশথবটের ছায়া-পথ ধোরে
সন্ধ্যা নামিছে যবে ?

নিদ্‌হারা রাতে থেকে থেকে থেকে
'বউ কথা কও' ডেকে ডেকে ডেকে
ক্লান্ত-কণ্ঠ ঢোলে পড়ে সে কি
অস্ত চাঁদের কোলে,
পাতার শয়নে গরবিনী চাঁপা
যখন নয়ন খোলে ?
কহ গো ভ্রমর কহ—
সে অতৃপ্তের তৃষা মিটাতে কি
শুকাল' পদ্মদহ ?
'ফটিক জলের' ক্ষীণ আবেদন,
কুহু কুহু কুহু পিকের বেদন,

সাম্যম্

আজও কি সহসা সে ক্ষ্যাপার চোখে
বিদ্যুদশ্রু আনে ?
কালবৈশাখী মাতনে মাতিয়া
তবে সে ক্ষান্তি মানে ?
নিদাঘ যে আজি সুদুঃসহ—
শ্যামল দেশের বারতা বন্ধু
শ্রবণে আমার গুঞ্জরহ ।

হে মোর ভ্রমর মিনতি রাখো—
আসিয়াছ যদি ফিরিও নাকো ।
বিশ্ব যখন নিঃস্ব হেরিয়া
ফিরালো আঁখি,
দীন দু'পরের উড়ে-পাওয়া ধন
তুমি আর মোরে দিওনা ফাঁকি ।
তোমার সুরের তীক্ষ্ণ 'ভুমরি'
গুমরি গুমরি ঘুরে'—
যে বিঁধ্ বিঁধিছে জীর্ণ এ বুকে
দীর্ণ পাঁজর কুরে',—

সেথা বাঁধো তব রজনীর বাসা,
সেথা হ'তে নিতি হ'ক যাওয়া আসা,
কালো পাখাভরে দূর সরোবরে
সকাল সাঁঝে,
যেথায় নিত্য নবমধু জাগে
নব কমলের মর্ম্ম মাঝে

নিদাঘ হ'ল যে সুদুঃসহ,
হে মোর ভ্রমর হেথায় রহ,
বদ্ধ এ বুকে পাখা ভরি' আনো
পদ্মবনের গন্ধবহ।

আষাঢ়-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্নে পরের ঘরে নিঃসঙ্গ শয্যার 'পরে
শুয়ে আছি, রুগ্ন দেহ মন,
সুদূর প্রান্তর হ'তে আষাঢ়-মন্থর স্রোতে
গন্ধবহ বহে অকারণ।
বাতায়নে লৌহদণ্ড আয়ত আকাশে খণ্ড
করিয়াছে কালো দাগ টানি';
বহু ঊর্দ্ধে বিন্দুপ্রায় ঘুরিয়া মিশিয়া যায়
শকুনি না গৃধিনী, কি জানি?

নীলমূর্ত্তি বর্ষাকাশ,   শতচ্ছিন্ন মেঘবাস,
উদাসীন কারেও না চায়,
পূবের জানালা ঘেঁসে   বিল্বশাখা নুয়ে এসে
কণ্টকিত ত্রিপত্র নাচায়।
শ্যামাভ দিগন্ত ফুঁড়ে'   উচ্চ তাল চূড়ে চূড়ে
রুদ্রসেনা তুলেছে ত্রিশূল,
অচেনা বিদেশ-বাসে কোথা হ'তে কানে আসে
অদূর নদীর কুলু কুল!
ভগ্ন দেহ, রুগ্ন মন,   নিবিড় নীল গগন,
বাতায়নে লৌহদণ্ড-সারি,
মাঠ-পরে মাঠ শুধু,   আষাঢ়েও করে ধূ ধূ!
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!

সুন্দর

সুন্দর, মম অন্তরতম,
অশ্রুদহের কমল নব !
আজি ঘন-ঘোর শ্রাবণের ভোরে
জলে ভরিল কি নয়ন তব ?
আঁধার রাতির দুর্যোগে, মোর
অশ্রু ছাপায়ে উঠিল তটে,
রিক্তকুসুম কামিনীকুঞ্জে
প্রাচীন বটের জটিল জটে।
কাঁদিছে আকাশ, কাঁদিছে বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ শিহরে দেহ,
সলিলে আমার কলস ভরিতে
সুপরিচিতারা আসেনি কেহ।

মেঘের ভুষায়—মলিন ঊষায়
জাগেনি ভ্রমর, ডাকেনি পাখী ;
তাই কি হে মোর অমল কমল,
সলিলে ভরিল তোমারও আঁখি ?

তব হাসিমুখ ধেয়ানে ধরিয়া
কাটিল আমার তিমির রাতি,
অন্তর-সেঁচা সুন্দর ওগো,
তুমি আজি মোর একক সাথী।
কত বরষার অশ্রু-থিতানো
পঙ্ক-শয়নে, অতলে মম,
ঘুমায়ে ছিলে কি যুগ যুগ ধরি,—
সিন্ধু-অঙ্কে লক্ষ্মী-সম ?
জলভার ভেদি' আপন মৃণালে
জাগিলে যেদিন আমার বুকে,
ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
কালো গুণ্ঠন ঊষার মুখে !

সায়ম্

সেদিন কাঁদিছে আকাশ বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ বক্ষ দোলে,
বধূরা ভুলিল ভরিতে কলস,
কাননের পাখী কাকলী ভোলে !

আমি জানিতাম হে মোর কমল,
যতই গভীর হোক্ না ব্যথা,
আনন্দময় প্রকাশ তোমার,
জলে ভেজেনা ও-চোখের পাতা ।
তাই প্রাণপণ, তোমারি স্বপন,
অন্তরে ধরি' কাটানু রাতি,
তাই ভোরে ভোরে ও-মুখ দেখিনু
ওগো অদিনের শরণ সাথী !
একি হেরিলাম ?—তোমারও নয়নে
উছলি' লেগেছে অশ্রু মম !
আমার সাধনা, আমার বেদনা,
কাঁদা'ল কি তোমা হে প্রিয়তম ?

ওগো সুন্দর, আমার জীবনে

আনন্দরূপে ফুটিবে না কি ?

সজল এ চোখে রাখিবে না তব

হাস্য-উজল মোহন আঁখি ?

মেঘল প্রভাতে আলোকের দল

গুটালো অরুণ মর্ম্মকোষে,—

কত সাধনার সুন্দরে পেয়ে

কাঁদিয়া কাঁদানু কর্ম্মদোষে।

শ্রাবণপ্রাতে এ অশ্রুদহে,

ফুটিল কমল নব নির্ম্মল,

তারো চোখে হায় অশ্রু বহে।

সন্ধ্যাবিধবা

পূরবে নিবেছে আলো,
পশ্চিমে নিবিছে আলো,
মেঘে মেঘে ফুটিছে না তারা।
বাদুড় ছেড়েছে বাসা,
কাকেরা পেয়েছে বাসা,
হ'য়েছে দিনের কাজ সারা।

মলিনা বিধবা সন্ধ্যা,
জ্বালিল না শুভ সন্ধ্যা,
শূন্যপানে চাহে একাকিনী

সায়ম্

নিঃশব্দ গগন ভ'রে,
নিঃস্পন্দ নয়ন ভ'রে,
নেমে আসে কালো নিশীথিনী।

কোথাও উঠেছে চাঁদ?
আজ উঠিবে না চাঁদ;
ঘরে ঘরে কাঁপে দীপশিখা।
প্রান্তরের পরপারে,—
অন্তরের মরুপারে,
মিলালো আলেয়া মরীচিকা।

কুটীরে বাজিল শঙ্খ,—
মিছে পিছু ডাকে শঙ্খ,
সে চলে অসীম শূন্য বেয়ে।
করেনি সে সন্ধ্যা-সাজ?
বিধবার সন্ধ্যা-সাজ!
নিদ্রাময় রাত্রি আসে ছেয়ে।

সাম্যম্

প্রাতে উঠেছিল রবি,
সায়াহ্নে ডুবিল রবি,
কাল সে উদিবে পুনরায়।
আজ উঠে নাই চাঁদ?
আবার উঠিবে চাঁদ,—
এ-সবে তার কি আসে যায়?

অত্যাসন্ন অন্ধকারে,
ভাদ্র-অমা-অন্ধকারে,
এ-সন্ধ্যা ডুবিছে যারে চেয়ে,
অনন্ত দেশে ও কালে,
সন্ধান কি কোন কালে
পাবে তার বিধবা ও-মেয়ে?

সম্প্রদান

কেহ শীর্ণ পাঠজীর্ণ বিগত-যৌবন,
কেহ বা দুর্ব্বহকান্তি, মহিষমর্দ্দন,
অনেক পুত্রের পিতা এল, গেল চলি',
নানাছলে জানাইল—'শ্যামলী'—শ্যামলী।
পিতার সে জ্যেষ্ঠা মেয়ে, অন্তরের ধন,
অনেকেরই শ্রেষ্ঠা সে যে, রহিল গোপন।

তুমি বৎস, সন্ধ্যাবেলা এলে অযাচিত,
দেখিয়া বুঝিনু মোর তুমিই প্রার্থিত।
তোমার তরুণ করে করি কন্যাদান
আজি ভুলিলাম মোর সর্ব্ব অপমান।
জোয়ারভাটার টানে সংসারের স্রোতে
শ্যামলীরে বলিয়াছি যোগ্যা সাথী হ'তে।
আছে হেথা সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ,
দু'য়ে মিলে এক হও করি আশীর্ব্বাদ।

বরনারী

শূন্য কুম্ভ সম

শূন্য জীবন মম

কাঁখে তুলে' নদীকূলে এলে বরনারী ;—

কেন নামিলে না নীরে ?

বেলা প'ড়ে এল ধীরে,

চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি।

না মোরে ডুবালে জলে,

না ভাসালে লীলাছলে,

বুকে চাপি' কুতূহলে দিলে না সাঁতার।

কেঁদে' কেঁদে' গলা ধরে'
ভরিয়া তুলিলে মোরে,
ঢালিলে এ খালি বুকে অশ্রুর পাথার।
পল্লীবধূর সারি
আসে হাসে ভরে বারি,
বাতাস ভরিল জলভরণের সুরে,—
কূলে বসি অধোমুখ
তোমারি ফুলিছে বুক,
কি দুখে ও কালো আঁখি সারাবেলা ঝুরে?
এখন চ'লেছ ফিরে,—
সমুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল হাওয়া বহে ঝর ঝর্,
ঝিল্লীরা ঝঙ্কারে,
জোনাকী ঝলক্ মারে,
বাঁকা কাঁকালের তালে নূপুর মুখর।
আঁধারে বুঝিতেছি না—
এখনো কাঁদিছ কিনা,
ভরা এ কলসভারে ঘন বহে শ্বাস;

তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব কটিবাস।
পদতলে পথরেখা
যায় কি না যায় দেখা,
এ পথে চলিতে একা তনু কেঁপে উঠে,
নাছোড়্ লতার বেড়ে
অপথে পড়িছ ফেরে,
না জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফুটে!
আঁধারের বাঁকে বাঁকে
মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী;
বনবায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি'।
শুনি ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায়;

শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি'
দু'চোখে প্রদীপ ধরি',
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
সুন্দরী, বল বল—
এ পথে কোথায় চল ?
গহন এ অরণ্যে কারে মনে পড়ে ?
তোমারি কাঁদনে-কাঁদা
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামাতে বল চল কার ঘরে ?
চির দিবসের চেনা
সে ঘরে কি ফিরিবে না ?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া গেল কুটীরে যে তব ;
কাহার চরণে ঢালি'
আমারে করিবে খালি ?
আজি রাতে ডাকে তোমা কোন্ অভিনব ?
যে-তব আঁখির জল
এই বুকে টল টল,
সে জলে মিটিবে বল কাহার তিয়াস ?

চলিয়াছ, বাঁধি' মোরে
কটিতটে বাহুডোরে
কাঁকণ বাজায়ে কোন্ নূতনের পাশ ?
যদি সে নূতন ঘরে
ও-আঁখি আবার ঝরে,
যদি ও-বিম্বাধরে কাঁপে ক্রন্দন,—
তবে নারী মাথা খাও
মোরে হেথা ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও ভুজবন্ধন।
ভাঙা ফুটো শূন্য হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার
শকতি নাহি যে আর—শোন বরনারী।

শ্যামলীর ট্রাঙ্ক্

ফিট্‌ফাট্‌ বাস করি বাসনাটা তাই,
ঘটিয়া তা উঠিল না, পয়সা যে নাই।
যতটুকু পারি তবু থাকি ছিম্‌ছাম্‌,
দ্বিতল ছোট্টবাসা কালীঘাট ধাম।
কৌচ কেদারা শেল্‌ফ দেরাজ কি খাট,
এ বাড়ীতে সে সবের নেই ঝঞ্ঝাট্‌।
কেবল নিয়ত আমি থাকি হুঁসিয়ার
বাতায়নে বাতাসেরি থাকে অধিকার।
মনসুখে এক হুকে যেন না শুকায়,
খোকার রাতের কাঁথা, আফিসের টাই।
খুঁজিতে না হয় যেন হারাইলে ছুরি
চিনির কৌটা হ'তে কয়লার ঝুড়ি।

সায়ম্

ভুলে যেন কেহ নাহি রাখে সরাসর
স্নানান্তে গামছাটি তোষকের পর।
দোয়াতের পাশে পাশে থাকিবে কলম,
স্নোর পাশে না আসিবে খোসের মলম।
সাবধান হ'তে হবে এলে বুড়ো পিসী,
মধু বোলে নাহি খোলে আয়োডিন্ শিশি।
আল্না না হয় যেন চেয়ারের পিঠ,
এই সব নিয়ে আমি করি খিট্ খিট্।
তাইতে বাড়ীতে মোর ভারী বদ্নাম,
মিথ্যে বাধাই আমি যত হাঙ্গাম।

এমনি কাটিছে দিন ছেলে মেয়ে নিয়ে,—
কোনরূপে দিয়ে দিনু শ্যামলীর বিয়ে।
প্রথম মেয়ের বিয়ে, ছোট বাসা বাড়ী,
কয়দিন কুটুমের ভিড় হ'ল ভারি।
হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি চোখে নেই ঘুম,
তারপর চুপ্চাপ্ সব নিঝ্ঝুম।

শ্বশুরের ঘর হ'তে মেয়ে এল ফিরে,
হাসি ও গল্প উঠে তারে ঘিরে ঘিরে।
যত ধূলো জমেছিল হ'ল ঝাড় পোঁছ,
এলোমেলো যাহা ছিল হ'ল ফের গোছ।
ঘরে ঢুকে গৃহিণীকে দিতে গিয়ে থ্যাঙ্ক্
দেখি কোণ জুড়ে' এক প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক্।
যেখানে মেজেতে মোর রচিত শয়ন,
তারি তলে পাতিয়াছে কাঠের আসন,
তাহারি উপরে চড়ি, খাড়া দেড় হাত,
সগর্ব্বে মহাট্রাঙ্ক্ করে দৃক্পাত।
গৃহিণীকে কহিলাম—এ কেমন হ'লো ?
গৃহিণী কহেন—ওটা কোথা রাখি বল ?
মেয়ের দানের ট্রাঙ্ক্ জিনিষেতে ঠাসা,
কোথাও ঠাঁই নেই, যে ছোট্ট বাসা।
ভাবিয়া দেখিনু আমি—কথা খুবই ঠিক,
কোণেতে বেহায়া ট্রাঙ্ক্ হাসে ফিক্‌ফিক্।
মশারি তুলিয়া ধরি হেট করি' ঘাড়,
প্রবেশিনু শয্যায় ট্রাঙ্ক্ হয়ে পার।

তার পর প্রতি রাতে হ'ল যে কি দায়,
আনমনা হ'য়ে শুতে ট্রাঙ্ক্ ঠ্যাকে পায়।
এমন বিপদে বল কোথায় কে পড়ে,
ঘুমোচ্চি, ট্রাঙ্ক্ এসে ঠ্যাং চেপে ধরে!
চমকি উঠিয়া পড়ি করি' ধড়ফড়,
সেই ট্রাঙ্কেই ফের খাই টক্কর।
দিনেও তাহার হাতে নেই নিস্তার,
কোঁচায় কাচায় খোঁচ লাগে বিশবার।
রেগে মেগে বলি মোর গেল গৃহসুখ,
মেয়েগুলো কতরূপে বাপে দেয় দুখ।
কাটিল কন্যাদায়, ঘুমোবো কোথায়,
তা নয় ঠেকিনু ফের ট্রাঙ্কের দায়।

সাত মাস হ'য়ে গেছে শ্যামলার বিয়ে,
ফাগুনের শেষে আজ গেল তারে নিয়ে
প্রণাম করিল পায়ে মেয়ে ও জামাই,
এ ট্রেণে না গেলে হবে আফিস কামাই

যাদের কাঁদিলে চলে নিল তারা কেঁদে,
আফিসে গেলাম আমি ধড়াচূড়া বেঁধে।
সেখানে কাজের ভিড়, বছরের শেষ,
শ্যামলী গিয়েছে তার আপনার দেশ।
সাঁঝে ফিরিলাম, বুকে ধরিয়াছে ব্যথা,
বাড়ীতে চলেছে শুধু শ্যামলীরই কথা।
মেয়ে হ'লে যাবেই ত অপরের ঘর,
ইথে মন খারাপের কোথা অবসর ?

যথাকালে শয্যায় করেছি শয়ন,
আরামে ছড়ায়ে দিয়ে উভয় চরণ।
সাত মাস পরে আজ মোর গৃহকোণ
ঝরঝরে হ'য়ে গেছে ছিল সে যেমন।
শুয়ে শুয়ে নেমে নেমে পা দুটি বাড়াই,
শীতল কঠিন মেজে, ট্রাঙ্ক্ সেথা নাই।
মশারি তুলিয়া ধরি দেখি পুনরায়
সত্যই ট্রাঙ্ক্টা কি হ'য়েছে বিদায় ?

সায়ম্

যত স্নেহ-উপহার, শুভাশীর্ব্বাদ,
বাপের সাধ্য আর জননীর সাধ,
চেপে চেপে ঠেসে ঠেসে হ'ল তাহে ভরা,
আনন্দময় সেই স্মৃতির পশরা।
বসে' আছি শয্যায় খোলা বাতায়ন,
সাথে জাগে ট্রাঙ্ক্‌হীন মোর গৃহকোণ।
আরেক পরের মেয়ে পাশে ঘুম যায়,
স্বপনে ফুঁপাযে কাঁদে কোন্ বেদনায় ?
আমার ঘুমের বাধা হ'ল আজ দূর,
বাহিরে দখিণ হাওয়া বহে ঝুরুঝুর্।
তবু ঘুম নাহি আসে এই আঁখি-পাতে,
শ্যামলীর ট্রাঙ্ক্ গেছে শ্যামলীর সাথে।

———

চাঁপার কলি

কাল বৈশাখে চম্পকশাখে
কালবৈশাখী দিল যে-দোলা
আঁধারের কূলে মুকুলে মুকুলে
ছন্দ তাহারি রহিল তোলা।
হৃতপল্লব ভাঙা ডালে ডালে
ফুটিবে যাহারা এ প্রভাতকালে
তাদেরি বৃন্তে সুনিশ্চিন্তে
ঘুমায়ে প'ড়েছে পাগল ভোলা
চম্পকশাখে কাল বৈশাখে
লেগেছিল যার নাচের দোলা।

সায়ম্

পোহায়েছে রাত, নিদাঘ প্রভাত
মেঘভাঙা রোদে তাতিয়া উঠে,
আকাশের গায় আতপ্ত বায়
চাঁপাকলিদের নিদ্রা টুটে।
গতবসন্ত ধরণীর বুকে
ছুটে আহ্বান সৌরভ-মুখে,
এ নহে শেফালী রাতের দুলালী
না উঠিতে রবি পড়িবে লুটে।
কনক পাখায় ভগ্ন শাখায়
রৌদ্রপিয়াসী চম্পা ফুটে।

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
বয়স মোদের হ'য়ে গেল ঢের
পারে যাব কোন্ পাথেয় নিয়া ?
কাশী গয়া দূর, এইত বেলুড়,
তাই বা সেখানে গেলাম কবে ?

আকাশ এদিকে হ'য়ে এল ফিঁকে
সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে ?
দুঃখ তোমার পঞ্চাশ পার,—
তবুও দীক্ষা নিইনি আমি,
শাস্ত্রে স্থির আছে নাকি, স্ত্রীর
হয়না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু তোমা মজাইনু,
ক্ষমা কর মোরে মমতাময়ী,
ছুটীর বেলায় আজীবন ত্রুটী
সেরে নিব তার সময় বা কই ?

তবু শোন সতি, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,

তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম!
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি সচিব সখি হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝর্ণা-ঝারায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে মনে ব'লি—নমো হে নম,

সাম্যম্

নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার বলোনা কেহ।
বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে
কত চাঁদ মুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারী হইল
ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন
মদনমোহন মূরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার,
রূপানল বহি জাগিয়া থাকে,
মুঠা মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে
মন্দির খানি সুরভি রাখে।
প্রিয়ার তনুর অনু-পারাবারে
তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,

সেথা ফুটে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে— ভস্ম উড়িবে,
সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে আসে জল,
তনু চুপে চুপে আমারে কহে ;—
আমি-ই আমার লীলাতরঙ্গে
গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে
সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি ?
শুধু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদ তাই দেখিব ব'লে,
কত কেঁদেছিনু সে কথা কহিতে
ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ রাঙা চেলীর প্রান্তে
বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।

যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বসন ভূষণ সরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি সচিব সখি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;
শিরে নাই শিখা নাই জটা-জুট,
আছে বেণী আছে অলক-ভার।
কপালে নাহিক ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদুরের টিপ পরে সে ভালে।
তা ব'লে শাস্ত্র- সম্মত কিগো
ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ় কালে ?
তদুপরি শোন আমার মতন
গুরুর ভাগ্য করিল কেবা ?

রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র
দিনে করে মোর চরণ সেবা।
ধার দিয়ে তার তনুবীক্ষণ
বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি তারি রূপ ঘেরি'
আমার রূপের জগৎ ঘোরে।
পরশিয়া নীর বৈতরণীর
সহধর্ম্মিণি শপথ করি—
এ নহে সত্য— নাস্তিক, তাই
মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি' বেড়াই,—
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন- আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।

বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি'।
সেই সুন্দর মম মনোহর
ধরা দিতে এসে দিলনা ধরা,—
তবে আর সখি মিছে কেন যত
শুক্‌নো পুঁথির মন্ত্র পড়া ?
অশ্রুতে গাঁথা না-পাওয়ার ব্যথা,
সেই মালা জপি দুজনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতি,
মন্ত্র এবার নাই বা নিলে।

———

পথ চাওয়া

আমার দ্বারের তলে পাথরে বাঁধানো গলি
পিচের সড়ক্ হ'তে গোপনে এসেছে চলি'।
নিতান্ত সরু পথ, কোনমতে যাতায়াত,
মহৎ পথিক কেহ নাহি করে পদপাত।
প্রতিবেশী ঘোষেদের আঙিনার সীমা চেপে',
ইঁটের প্রাচীর গাঁথা মানুষের মাথা মেপে'
এ পাশে আমার বাসা ও পাশে প্রাচীর টানা,
মাঝখানে চাপা গলি, আলোর প্রবেশ মানা

সে গলিতে চেয়ে চেয়ে বন্ধুর নিরাশায়
কবির জীবন কাটে বসন্তে বরষায়।

ঘোষেদের আঙিনায় শীর্ণ শিউলিগাছে,
ভরা শ্রাবণেও দেখি সাদা ফুল ফুটে আছে!
তাহারি প্রশাখা এক এপাশে পড়েছে ঝুঁকে,
দু'একটি ঝরে ফুল গলির পাষাণ বুকে।—
জলে ভরা ঝরা ফুল পথের পঙ্ক মাখা,
আঁধার শ্রাবণ-ভোরে তারি পানে চেয়ে থাকা।
চমকি 'বন্ধু'! বলি' শুনি কার আহ্বান!
চেয়ে দেখি—কেহ নাই, ঝরা ফুল ম্রিয়মান।
গলি বেয়ে বহে যায় মলিন প্রভাতী হাওয়া,
এই পথে চলে মোর বন্ধুর পথ-চাওয়া।

———

লবঙ্গলতা

ললিত লবঙ্গলতা,
শুনি বটে তার কথা,
কভু মোরা দেখি না নয়নে,-
শুধু তার ঝুড়ি ঝুড়ি
বিবর্ণ বিশুষ্ক কুঁড়ি
লাগে হেথা রন্ধনে চর্ব্বণে।
সুদূর সিন্ধুর পারে
সুমাত্রা কি জাঞ্জিবারে
ওগো বন্ধু তোমারে শুধাই,–

সায়ম্

এ-পারের আমাদের
রুক্ষ কটু লবঙ্গের
লতাগুলি কেমন গো ভাই ?
সে-লতা কি ভরে সেথা ফুলে ?—
যার শীর্ণ শুষ্ক কলি
চালানে আসিয়া চলি'
দলে দলে লাগে এই কূলে,
আমাদের ব্যঞ্জনে তাম্বুলে ?

সিন্ধুপারে বন্ধু কহে ডাকি',—
লবঙ্গ ফুলেরই কুঁড়ি,
কিন্তু তার আছে গুঁড়ি,
লতাখ্যাতি ষোল আনা ফাঁকি !

নাস্তিক

সেই দেশ, সেই পথ, সেই শালবন,
সেই শৈলচূড়ে ঘেরা মেঘল গগন,
সে-দিনের সেই প্রিয়া আজও সহচরী,
তবু আর শ্লথ চিত্ত নাহি উঠে ভরি।
জানি বন্ধু, তুমি মোর নহ প্রাপণীয়,
তাই কাঁদি চিরদিন—'ধরা দিও, দিও'!
প্রাপ্তি হ'তে বুঝিয়াছি পাব যা তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারি পিছে।

নিশ্চিহ্ন যৌবন ক্রমে দেহে মনে প্রাণে,
উপনেত্রে চেয়ে দেখি ধরিত্রীর পানে—
শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ বিবর্ণ জীর্ণ প্রাচীন নিখিল!
মহাশূন্যে ধরণীর এই ভগ্ন নায়ে
আমার শেষের দিন আসিছে ঘনায়ে।
আলোকে খুঁজিতে তোমা ছিল আশা ভয়,
আঁধারে খুঁজিতে হবে—নিরাশ নির্ভয়।

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হ'ল কি সঞ্চিত?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন,
সকলই কি গেছে ভাসি সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে' চাব,-
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব?

মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্ন কান্ত শিশুর জীবন ?
আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা ?
রজনী সাজাবে তার তারার পশরা ?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি টোলে ?
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী ?

মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জমে'
হয়ত ফিরিয়া পাব জনমে জনমে
নব নব রসে রূপে। শুধু জানি হায়,
তোমারে পাইনি বন্ধু, পাব না তোমায়।
সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালীর দুঃখ মোর কারে বা জানাই !
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।

তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম্,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া !
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।

———

মাটির কাজে

আরও কত ব্যথা দেবে ব্যথাদাতা বন্ধু মোর ?
কালের বেলায় জীবননিশা যে হ'তেছে ভোর।
মরণ-অরুণ মেলিতেছে আঁখি,
ডাকে দূরে দূরে অজানিত পাখী,
অনিদ্র শির শিথানে রাখিয়া
ঝরিছে নয়নলোর ঃ—
এখনও সমান ঘটে অপমান বন্ধু মোর !

মাটিকাটা কাজে দিয়েছিলে মোরে, করিনি হেলা,
এ মাটি মাপিতে পথে প্রান্তরে করিনি খেলা।
চৈতি দিনের দু'পর বেলায়
ঘুমায়ে পড়িনি বকুলতলায়,
যত ধূপ ফুটে বাঁধে বাঁধে ছুটে'
ভাঙি ও ভাঙাই ঢ্যালা।
সাধ্যপক্ষে জানত বন্ধু করিনি হেলা।

তবুও ত আজি শপ্ত জীবন কাঁদিয়া কাটে,
সাধিয়া যাচিয়া সবারি করুণা মাঠে ও বাটে।
অকথিত বাণী অকৃত কাজের
জনম অবধি টেনে চলি জের,
মোর মুখ চেয়ে মূক এ মাটির
দুখভরে বুক ফাটে;
ওগো নির্ম্মম, জীবন যে মম কাঁদিয়া কাটে।

মাটির যৌথ ব্যবসায়ে নাই ক্ষতির ভয়,
এ মাটির সাথে তোমার আমার সুপরিচয়।

জীবনে জীবনে তুমি আর আমি
একযোগে করি ঢ্যালাভাঙাভাঙি,
আনন্দ যাহা তোমারি অংশে,
মোর ভাগে পরাজয়।
পরাণবন্ধু ব্যবসা মোদের মন্দ নয়।

আরও কতকাল থাকিব এহেন বখ্‌রাদার!
নিঃশেষে কবে পরিশোধ হবে তোমার ধার?
কবে গো বন্ধু আমার বেদন
তোমার মর্ম্ম করিবে ছেদন?
অন্ধ করিবে তোমার নয়ন
আমার অশ্রুভার?
কবে হব তব লাভে লোকসানে অংশীদার?

শত হতাশেও সেদিনের আশে পরাণ মোর—
জনমে জনমে নব নব আঁখি ঝরুক্ তোর।

সায়ম্

মরণ-অরুণ মেলে ঐ আঁখি,
ডাকে দূরে দূরে অজানিত পাখী,
অনিদ্র শির শিথানে রাখিয়া
ঝরিছে ত আঁখিলোর;
কিসের নিরাশ? জীবননিশা ত হ'তেছে ভোর

———

পাঁকাল-বন্দনা

পাঁকের মাঝে বসত্, তবু
পাঁক লাগে না গায়ে তার,
ধর্‌তে গেলে পিছ্‌লে চলে,
ধন্য পাঁকাল নির্ব্বিকার।
পাঁক-হারামি নয়কো এ তার,
ভণ্ডামি তার নয়কো এ,
পঙ্ক-আহার পঙ্ক-বিহার,
চামড়া তবু চক্‌চকে।

দেখ্‌তে পাবে ঝাড়্‌লে পরে
সনাতনের সাঁকালি।
যুগে যুগে কত পাঁকাল
কর্‌লে কত পাঁকালি,
প্রলয়-জলে বাঁচাতে বেদ
ধরেন হরি কোন্ দেহ?
পাঁকাল হয়েই এসেছিলেন
কে করে আজ সন্দেহ?

তিনিই হলেন ছিপের পাঁকাল,
দ্বীপের পাঁকাল পরাশর,
নীপের পাঁকাল বস্ত্রহারী
পিপের পাঁকাল হলধর।
ধনের পাঁকাল জনক রাজা,
বনের পাঁকাল বেদব্যাস্,
যাঁর কৃপাতে সাম্‌লে গেল
কুরুরাজের বংশনাশ।

রণাঙ্গনে ধনঞ্জয়ে
মহাপাঁকাল হৃষিকেশ
ভুয়োভুয়ঃ দিয়ে গেলেন
পাঁকাল হবার উপদেশ।
সেদিন হ'তে পঙ্কস্রোতে
কত পাঁকালপন্থী রে
বাঁধ্‌ল বাসা মঠে মাঠে
আশ্রমে ও মন্দিরে।

ধাতু বিচার কর্‌লে বটে
কদর্থটাই যায় মিলে,
কোন প্রভেদ নেই কোনদিন
পাঁকালে ও পঙ্কিলে।
তবু কহি অসংশয়,—
শুক্‌নো ডাঙ্গার ভণ্ডগুলোই
মাকালরূপে নাকাল হয়।

সায়ম্

গভীর জলের পাঁকালগুলি
শুধুই জগদ্ধিতায়
পঙ্কবিলাস ক'রে থাকেন,
লেখা আছে গীতায়ও !
পাঁকাল নহে ভণ্ড ভাই !—
ছন্দে গাঁথা বন্দনাতে
সেই কথাটি বল্‌তে চাই।
উল্টোভাবে নিচ্ছ সবে
খুবই আমার হচ্চে ভয় ;
বিষয়টা খুব কঠিন বলেই
উল্টো বোঝা কঠিন নয়।



চিরবৈশাখ

বন্ধু,

কাবার হ'তেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আন্‌চান্‌ আইঢাই।
পীচে ও পাথায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরাণে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।
এ-হেন দু'পরে আফিসে আসিয়া হেরিলাম, কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে আফিস বন্ধ।

বসে আছি তুমি আমি,
মাথায় ঘুরিছে তড়িৎব্যজনী, ললাট উঠিছে ঘামি'।
তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে' কে আগুন ফোয়ারা হানে ?
অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নিস্নানে।
নারিকেল-শিরে ঝরে ধীরে ধীরে সেই আগুনের ঝারা,
বাগানের কোণে সূর্য্যমুখীরা পান করে সেই ধারা।

নিবিড় তাদের আনন্দ হেরি' মনে জাগে আজ মোর,
আমারো অঙ্গে লেগেছিল ভাই নবনিদাঘের ঘোর।
নবযৌবন সবে,—
বসন্ত ছাড়ি' যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় বসে' ভালবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিল না মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।
দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি
আগুনের খেলা কবে হবে ব'লে কাটাইনু দিন রাতি।
মাঝে মাঝে তার জ্বলিয়া উঠিবে গগনপরশী শিখা,
দিকে দিকে তার ভুলাতে চাহিবে মায়াময়ী মরীচিকা।

মোর অন্তর-প্রান্তরে বসি' কাঁকরে শুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার সুর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা!
জগৎকেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার দুর্ব্বার অগ্নিবারতা ছুটিছে আলোক-রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছ্রিতশিখা,
যার চরণের ঘূর্ণছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসূর্য্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি' নব নব জগতের বীজ বুনে।
আনন্দের সে অগ্নিমূর্ত্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলেও আগুনে আপোষ করিয়া যে বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কূপোদকে, শুক্‌নো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে ভিজা কাঠে চুলা জ্বালি'
ধূয়াঁর ছলনে কাঁদিয়া আকাশে মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে বৈশাখী সে-জীবন,
অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জ্জন।

বন্ধু জানত তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি

শোন গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপ্টা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাখিব আশা?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে নির্জ্জলা ভালবাসা?
আমার হাতের তড়িতের হার উঠিবে কি বুকে ঝলি?
চরণ পাতিয়া লবে সে আমার আগুনের অঞ্জলি?
সখা ব'লে সে কি বাড়াইয়া দিবে লুব্ধ শিখার কর?
ললাটবহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্ব্বে গরবী করিবে মোরে?
এই ধরণীর পঙ্কপিণ্ড নিয়ে থাকিবে প'ড়ে?
আজও কি রাখিব আশা?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা?

বন্ধু হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি ?
খুব খাঁটি কথা, গাহি তবে আমি—আনন্দ কি আনন্দ,
রাতের চন্দ্রে গ্রহণ লাগিতে দিনের আফিস বন্ধ।

———

রূপ কোথা আছে

শারদীয়া সপ্তমীর দিন।
কি সুন্দর আকাশের নীল!
সঙ্গীহীন স্থিরপক্ষ পাখী, নিশ্চিন্ত নির্ভরে,
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে দূর হ'তে দূরে
মিলায়ে মিশায়ে গেল,—
অসীম বুভুক্ষু সে কি?
সোহাগ-আতুবা রূপসীর সুডোল কপোলে
প্রসাধিত ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিল।
রূপ কোথা আছে?

অন্দরের মুকুরে মুকুরে
চিকুর চিরিয়া যারা, কালো চুলে ঘুরায়ে আঙুল,
নিত্য বাঁধে বেণী,
বার বার শ্লথ বাস টানি'
উরসের অলপবয়সী যুগ্ম সখী-শিরে
তুলে দেয় লাজের গুণ্ঠন,
হাসিয়া ভ্রুকুটি হাসি
স্তব্ধ করে মুকুলের কুতুহলী উন্মুখতা।

মধুর কলসে পড়ি' মধুপমক্ষিকা
না পারে ডুবিতে কিম্বা না পারে ফিরিতে
তার মধুচক্র পানে।
ব্যোমের বৈদ্যুতমণি
বায়ুশূন্য কাচের কারায়
রাঙিয়া তুলিছে শার্সি-আঁটা বাতায়ন,—
উন্মুক্ত হাওয়ার যাত্রী প্রাচীন পতঙ্গ
মরে বৃথা মাথা কুটে'।
প্রেয়সীর জীর্ণ ত্বক্,—

প্রমোদ-সন্ধ্যার সযত্ন-রচিত শয্যা
ভোরের আলোকে কুঞ্চিত মলিন শ্লথ
কুৎসিৎ কাতর,—
ভূর্জ্জপত্রে লেখা পুঁথি,—
ডোর খুলে তার, স্তিমিত নয়নালোকে,
জীর্ণ ভালে ত্রিবলী টানিয়া
বার বার পাতে পাতে পাঠ
মোহমুদ্গরের শ্লোক।
সেতুর অদৃশ্য সীমা চেয়ে আছে মুখ পানে
স্তম্ভিত সবুজ আলো মেলি অপলক।

পথপার্শ্বে মলিন দোকানে, স্বর্ণশালে,
কাঁপে পাণ্ডু দীপশিখা,
অগ্নিস্নাত অঙ্গারিকা
পাংশু কুণ্ডে ছাড়ে কালো সাড়ি,
লোহার ছেনির মুখে রূপার আশায়
কনক হ'তেছে কারুময়ী।
রূপ কোথা আছে ?

আকাশের নীলে,
ক্ষুধাতুর লুব্ধ শ্যেন লুকাইল
রূপসীর সুডোল কপোলে
ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিলে।
সুদীর্ঘ দিনের ভারে, পঙ্কজের ভেরে আসে গ্রীবা,
সারা রাত্রি ধরি' তার পলাশ ঝরিয়া পড়ে
শরতের পৈত্তিক তৃষ্ণার পঙ্কিল সলিলে।
সারা রাত্রি ধরি'
মহিষের দেহদাহ দিল জুড়াইয়া
শীত-শ্যামা পল্বল-পঙ্কিনী।
রূপ কোথা আছে ?

শারদীয়া সপ্তমীর রাতি।
অবসিত আরতির ধ্বনি।
শ্রান্তোৎসব মণ্ডপের পথে
সারি সারি পট্টাম্বরা ফিরে পুরনারী।

অনাগত বাঞ্ছিতের প্রীতিকামী প্রসাধনে
আলজ্জ কুমারীদল ভেসে ভেসে চলে,
এঁকে চলে গন্ধের হিল্লোল তটে তটে।
নেচে চলে বালক বালিকা
লজ্জার নির্ল্লজ্জ আতিশয্যে,—
জরাজীর্ণ হাতে হাতে কুসুমের সাজি।

ম্লান জ্যোৎস্না—শিশিরার্দ্র,
পাণ্ডুর মেঘের খণ্ড—দুঃস্মৃতির কুচি,
নিরুৎসব নীড়ে নীড়ে পাখীরা নীরব সচেতন।
আকাশের পেটিকা খুলিয়া
রংচটা বুটি-ওঠা জীর্ণ নীল সাটি
সাবধানে আঁটি অঙ্গে
চলিয়াছে প্রৌঢ়া রাত্রি প্রতিমাদর্শনে।
অঙ্গের ঘর্ষণে
আরণ্য পতত্রীকণ্ঠে শব্দ উঠে—খস্ খস্ খস্ ;
পায়ে পায়ে পেচক-ক্রেঙ্কার,
কুহেলীর স্বেদসিক্ত ললাটে সপ্তমী চাঁদ—

সায়ম্

দিবসের পূজাশেষে-পরা
আধ-মোছা চন্দনের ফোঁটা।
ছড়ায়ে পড়িছে খোলা পেটিকা হইতে
ভাঁজে ভাঁজে পুরাতন ভিজে গন্ধ—
শিউলীর বাস,—
ঘাসে ঘাসে উঠিছে নিশ্বাস—
রূপ কোথা আছে ?
ওগো, রূপ কোথা আছে !

———

ছায়া-চম্পক

কার্ত্তিকের বেলা বেড়ে ওঠে,
মহানগরীর সৌধ-চূড়ে-চূড়ে।
শীর্ণ রাজপথে তীব্র হয় জনস্রোত;
তা'রি তটে, বারান্দায় ঝুঁকে
দাঁড়ায়ে রয়েছি অকারণে।
খরতর জনস্রোতে
পড়েছে মনের ছায়া মোর,
অস্পষ্ট অস্থির ;—
তা'রি পানে চেয়ে আছি একান্ত একক

সহসা ভাসিয়া এল গন্ধ কোথা হ'তে ?
আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ যেন !
পল্লব-আড়ালে রহি' বৃন্তের বাঁধনে
যে চাঁপার সবে মাত্র ঘটেছে নির্বেদ ;
কণ্ঠলগ্ন মাল্যমাঝে জড়াজড়ি যে চাঁপারা
সহসা হারালো নিশিভোরে
আসঙ্গ-হরষ-লিপ্সা,
যাদের দক্ষিণে বামে
কুৎসিত সূতার বন্ধে ব্যবধান হয়েছে প্রকট,
সূচিবিদ্ধ পাণ্ডু বৃন্তে
ক্লান্ত দল পড়েছে এলায়ে,
সেই সে-চাঁপার গন্ধ কোথা হ'তে এল !

পথে ত কোথাও নাই চাঁপা ;
ঘরে নাই, আকাশে বাতাসে নাই চাঁপা,
কার্ত্তিকে গাঁথে না চাঁপা কোনো মালাকর
সাজাতে কবরী-কণ্ঠ,

মিটাতে ফুলের ক্ষুধা ফুলদানিদের ;—
হেমন্তে ফুটে না চাঁপা কা'রো বাগিচায়
শুকা'তে শ্যামল বৃন্তে,
কিনি নাই কোনো দিন চাঁপার এসেন্স্
তথাপি আসিছে গন্ধ আশুষ্ক চাঁপার !—

চেয়ে দেখি নিম্নে জনস্রোতে
ভেঙে ভেঙে যায়, দুলে দুলে কাঁপে
আমারি মনের ছায়া অস্পষ্ট অস্থির—
সে ছায়ার মাঝে প্রতিবিম্বে পড়েছে উলটি'
ও কি ও চম্পক-তরু !
গাছভরা ম্লান পাতা শাখাভরা বিবর্ণ বিনত চাঁপা ফুল,
ক্লান্ত কিশলয় স্তবকে স্তবকে নম্র,—
দাঁড়ায়ে কাঁপিছে তরু জনস্রোত-তলে।
কোন্ শ্যাম চৈতীচম্পা আমারি অন্তরে
সহসা শুকায়ে গেল ডালে মূলে ফুলে
হেমন্তের হিমাঙ্গ হাওয়ায় ?

তাহারি ছায়ার গন্ধ ভেসে এল আজ
আমার কায়ার মূলে।

শীর্ণ পথে খরতোয় জনস্রোত।
একা আমি দাঁড়াইয়া তটে।
পদতলে কাঁপে ছায়া রসাতলমুখী—
অস্পষ্ট, অস্থির !—
আমার মনের আর শুষ্ক চম্পকের।

———



গোপন কথা

ছোট ছেলে মণ্টু ছোট নয়,
পাঁচ উৎরে চল্‌ছে এখন ছয় ;
দু'ভাষাতে পড়ে লেখে,
দাদার কাছে অঙ্ক শেখে
দিদির কাছে বিজ্ঞ কথা কয়।

মণ্টু কেবল মায়ের কাছে খোকা,
যেমন দুষ্টু তেমনি সে একরোখা,
মায়ের গায়ে না দিলে হাত
ঘুমিয়ে পড়েও কাটে না রাত ;
অত্যাচারে মা হয়েছে বোকা।

সেদিন দেখি মায়ের সাথে ভোরে
মণ্টু ওঠে আঁচল চেপে ধোরে ;
ভাঁড়ার ঘরের মধ্য খানে,
মুখটি দিয়ে মায়ের কানে
কি কথা কয় ফিসির্ ফিসির্ কোরে

মণ্টু বলে—মাকে বুকে এঁটে,—
"মাগো যখন ছিলাম তোমার পেটে,
ছিলাম তখন কি মজাতে,
তুমি আমি দিনে রাতে
কি আনন্দে সময় যেত কেটে!"

মা বল্‌চে—হ্যারে বোকা ছেলে,
মজা কিসের ? অন্ধকারে, জেলে ?
মণ্টু বলে—"তাতে কি মা ?
ছিলনা ক মজার সীমা,
যেতে না ত কোথাও আমায় ফেলে।"

"হয়ত, ধর, বাগচী জ্যাঠার বাড়ী
কেত্তন হবে,—নেমন্তন্ন তারই,
যাচ্চ তুমি, যাচ্চি সাথে,
কোনও বারণ নেই ক তাতে
এক মিনিটও নেই মা ছাড়াছাড়ি।"

"কিন্তু মাগো, বল্‌চি ঘরের কোণে,
এ কথা মা কেউ যেন না শোনে।"
ভাঁড়ার ঘরে শীতের ভোরে
মণ্টু মায়ের গলা ধোরে
মনের কথা বল্‌লে সংগোপনে।

এই কথাটী না যদি শোনাই
কোন্ কথা আর ছন্দে গাঁথি ছাই?
দু' অঙ্গ এক হবার লাগি
মায়ের খোকা হয় বিবাগী,
সাধ্য কি মোর সেথায় নাগাল পাই।

———

কচি ডাব

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?'
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব।

অগ্রাণের শীত-সন্ধ্যা
শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে সহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর বায়
হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে।

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব ?'
পাগল ! আজি এ সাঁঝে
সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া—
'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি'
দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার ;

ব'সে পড়ি ভাঙা ধাপে
থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি'
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ—তবে বাবু যাই ;—
ডাব ক'টি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে
খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া,—
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি'
অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা,

বেসুরে ধরিনু গান,—
হায়, হত ভগবান !
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ !
অপরের কাব্যভালে
মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ !

সে-সব কবির বেলা,—
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিণী,
তনুদেহে সিক্ত বাস,
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

আরো ভাগ্যবান যিনি
আসে তাঁর পশারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,

'শয্যা শুভ্রফেননিভ
স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা—
অতি বৃদ্ধ ডাবও'লা!
তাও নহে বৈশাখী দু'পরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা
শীতরাত্রে ডাব কেনা!
তাই কি কাটারি আছে ঘরে?

সহসা ঝনাক্ ঝান্
তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার;
আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে'
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার।

সায়ম্

দারুণ শীতের সাঁঝ,
হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগরমন্থ
হে আমার নীলকণ্ঠ !
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে।

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ;
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্ব্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্ব্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা !

তোমার মাথার ভার,
ধ'রেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণ টাটে
পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ,
নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে
আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙ্গিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস,
কাঁদি বলে ভালবাস,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

তোমার প্রসাদকামী
স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে
তোমারি নয়ন হ'তে
ঝরে'-পড়া একফোঁটা জল।

প্রেম-পিঞ্জর

তোমারি প্রেম হ'তে মুক্তি মাগি আমি,
হে চিরনির্ম্মম হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

যে প্রেম আজীবন বাড়াল ক্রন্দন,
পরাল নিতি নিতি নূতন বন্ধন,
সে প্রেম দুঃসহ লহগো ফিরে লহ
এ তব ব্যথিতায় ক্ষম গো আজি ক্ষম;
হে মোর প্রাণাধিক হে মম প্রিয়তম।

সাম্যম্

কঠিন কনকের সুঠাম পিঞ্জর,
　　দুয়ার রুধি’ তার পালিছ পোষা পাখী,
তোমার সোহাগের পরশ পেতে তার
　　চঞ্চু চঞ্চল রক্তে মাখামাখি।

মিটে ত ক্ষুধা তৃষা নিত্য নিযমিত,
শতেক উপচারে সতত উপচিত,
বসিয়া হেম-দাঁড়ে,—আকাশ তবু তাবে
　　খাঁচার পবপারে করে যে ডাকাডাকি ;
　　মুক্তি মাগে তাই তোমার পোষা পাখী।

জানে সে জানে তার আকাশ দুর্ল্লভ,
　　তোমারি স্নেহে তার বদ্ধ পাখাদুটি,
যা কিছু গৌরব হারাবে সে যে সব
　　তোমার খাঁচা হ’তে যদি বা মিলে ছুটি।

উড়িতে গিয়ে শুধু তোমার গৃহশেষে
পথের ধূলিতলে অবশে লুটাবে সে,
আকাশ কোথা হায়! মরণ মুখে চায়,
অজানা পথিকার ভিজায়ে আঁখি দুটি
তোমার প্রিয় পাখা মরিবে পথে লুটি'।

বহিয়া মূকবাণী শূন্য খাঁচাখানি
দুলিবে দ্বারে তব উদাস বায়ুভরে,
বন্দী বন্ধুর শোণিত-বিন্দুর
চিহ্ন আঁকা তারি কনক-পঞ্জরে।

কত যে ব্যথা পাবে সে কথা জানি জানি,
লুকায়ে গৃহছায়ে কাঁদিবে মানি মানি,
তবুও মাগি তোমা এ প্রেমে দাও ক্ষমা,
পাখীরে রাখিও না সোণার পিঞ্জরে।
না হয় খাঁচা শুধু দুলিবে বায়ুভরে।

সায়ম্

জান কি বন্ধুয়া রতন সোণা দিয়া
যতনে রচা এই খাঁচাটি মনোহর
আমার আঁখিশেষে সুদূর নীলদেশে
ছায়ায় এঁকেছে সে কি মহাপিঞ্জর !

খাঁচার ফাঁকে আঁখি আকাশে যত চায়
নীলিমা ভরে' গেছে কনক-শলাকায় ।
কি ফল হ'ল কবি, তোমার প্রেম লভি'
আকাশও হ'ল যদি খাঁচারই সহোদর ?
বাঁধন-ক্লান্তিতে কাঁদে যে অন্তর ।

হে চিরনির্ম্মম হে মম প্রিয়তম,
সোণার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,
শেষের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও ।

বদ্ধ পাখা দুটি ঝাপটি প্রাণপণ,
ছাড়িয়া যাই বঁধু তোমারি অঙ্গন,—
যা চাই নাই পাব, এবার দেখে যাব
বাঁধন খুলে কূলে কেমনে ডুবে 'নাও'।
বন্দী বন্ধুরে আকাশে তুলে দাও।

মুক্তি দাও আজি হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

জংশন ষ্টেশনে

মাঘের প্রভাত
ঊষাস্নান সারি' ছাড়িছে কুহেলি-সাড়ি
পূর্ব্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণ-নগ্নবুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরীর আঁচল,
স্মিতমুখে চলে গেল
আলোকের অন্তরাল-পথে।

ট্রেণ মোর থামিল ষ্টেশনে,—
জংশন ষ্টেশন ;—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রীংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে !
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভাল ?
দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট
রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে ?
অথবা—
লাগিছে ভাল নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময় জংশন ষ্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয় ?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা ।
অদূর প্রান্তর অজানায়,
নৃত্যপর নটেশের ডম্বরুর মত—

চ'লেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে।
ঊষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদিআঁটা ট্রেণের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালবাসি ?
ভাল কি বেসেছি কভু কারে ?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে-প্রেম ?
যে-প্রেমের
নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি ?
সে প্রেম কি কৃপণের মত
সঞ্চয়ি রাখিনু নিজ বুকে ?

দিক্‌হস্তী সম গর্জ্জিয়া আসিল ট্রেণ ;
থামি' কিছুক্ষণ

শুণ্ডমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।
ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেণ আমার নহে।
আমার ট্রেণের বার্ত্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে,
হয়ত বহিয়া আসে তড়িতের তার!
সে বার্ত্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখী
তারে বসি খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন ষ্টেশনে
ওয়েটিংরুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা;
কত কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে!
চাহি' তার পানে
ভাবিলাম—
যারা যারা এল গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,

তারা যদি আজ
ভিড় ক'রে দাঁড়ায় সম্মুখে
কারে বিলাইয়ে দিব আমার সে-প্রেম ?

সহসা সম্মুখে দেখি,—
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া !
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে—
জননীর জঠর-আঁধারে,
নাহি পড়ে মনে।
অনালোক বায়ুশূন্য ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী,
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি,'
অন্ধ অনুরাগে

জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুক মুখে মুখ
লভিলাম চিরপরিচয়।

সেই হ'তে উভয়ের যাত্রা সুরু হ'ল
সুদীর্ঘ পথের।
শৈশবে খেলিনু এক সাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে, কে আমি
আজ মোরা অভিন্ন এমন এহেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন ,—
তাই কি এমন ভালবাসি ?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানিনা ত,—তা' হ'তে সুন্দর কারে।

শয়নে, স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি!
মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তারে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।
লুকায়ে লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্ন আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক?

ওই যুগ্ম আঁখি—
দেখাইল মোরে
রূপের স্বরূপ বারে বারে।
বয়সের ক্লান্তি-ভারে সে যদি আজিকে
ধ্বসিয়া বসিয়া যায়

গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরীবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি' ঘুরিয়া মরিব
পদ্মপলাশিনীদের পিছে পিছে ?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হ'য়ে
অন্ধে করে দিব্যচক্ষুষ্মান ;
এমনই মহান্—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে ;
চিরসুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি' দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি !
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দুজনে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,–
এ রজনী হবে ভোর।

মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,
অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি প'ড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনিগণ,
তবু রথে চড়ি'
একা মোরে যেতে হবে
ওপারের মধুপুরে ?
মোর প্রেম কখনো ত মানেনি মথুরা।

তার চেয়ে—
শঙ্করের মত সতীদেহ স্কন্ধে তুলি' লব,
ভ্রমিয়া বেড়াব ত্রিভুবন
মহাশোকে অসীম নির্বেদে,
যতদিন দিকে দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,

যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম
সে সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন ষ্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেণ
আসিয়া দাঁড়াল প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁসি'।
চড়িনু নূতন ট্রেণে, নব কামরায় ;
কুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রীংময় কোমল।
উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখী,—
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার-তলে
আমারি ট্রেণের বার্ত্তা অগ্রিম ষ্টেশনে।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী

কে কাঁদে অন্তরে মোর ?
গগনে ঘনায় ঘোর
শ্রাবণের রাতি।
পথ চলি কি সাহসে ?
মৃত মুখ মৃদু হেসে
সাথে হয় সাথী।
জড়ায়ে জরার কাঁথা
সঙ্গোপনে তোলে মাথা
অতৃপ্ত যৌবন,
কালো পাথরের কানে

কবোষ্ণ স্বপন আনে
উষ্ণ প্রস্রবণ।
মন্দাক্রান্তা মেঘস্বরে
রাত্রি মেঘদূত পড়ে,
কাঁদিছে পেচকী,—
অরুণের চক্র পিছে
চিরসন্ধ্যা গুমরিছে
কেন বুঝেছ কি ?
—বুঝেছ কি কেন ?—
কত মরু কত রাতি
বলয়ে বলয় গাঁথি'
রচি যে শৃঙ্খলা
প্রিয়ার কণ্ঠের হার,
গ্রহ-সূর্য্য-তারকার
অপূর্ব্ব মেখলা—
আজি সে আনন্দ মম
ছত্রভঙ্গ উল্কাসম
আঁকে অগ্নিরেখা ?

সাম্যম্

কে কাঁদে অন্তরে মোর,
অন্তরে কে কাঁদে মোর
অতিমাত্র একা ?

চন্দনে চম্পক-পুটে
জীবনের গন্ধ উঠে
এখনো চিতায় ;
এখনো মানস-তীরে
চক্রবাকী আঁকে শিরে
সিঁদুর সীঁথায়।
মরণার্দ্র বালুস্তরে
চরণের চিহ্ন পড়ে
হংসমিথুনের,
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-স্নানে
চন্দ্রলেখা আজো টানে
পূর্ণিমার জের।

হে বন্ধু, কহ গো মোরে
এ ঘন শ্রাবণ-ঘোরে
কে কাঁদে আমার ?
নিভাতে বুকের জ্বালা
কে ছিঁড়ে মুকুতা মালা
কবরী-সম্ভার ?
শুনিয়া কাঁদন তার
বাঁধনের মালাকার
গ্রন্থি যায় ভুলে,
মহাসন্ন্যাসীর শিরে
চির-জটিলতা ছিঁড়ে
জটা পড়ে খুলে।
যত চুক্তি যত যুক্তি,
সব হ'তে দিতে মুক্তি
আসে বিশৃঙ্খল,
তাই কি আমার বুকে
হে বন্ধু, হাতুড়ি ঠুকে
ভাঙিছ শিকল ?

ঐ ত স্যাকরা পাখী
শুষ্ক শাখে ছন্দ রাখি'
করে ঠক্ ঠক্' ;
মুখেতে ইঁদুরছানা
মেলিল ধূসর ডানা
প্রসন্ন পেচক।
সুখময় কুম্ভকার
মাটি ছানি, কুম্ভ তা'র
পিটায়ে গড়ায়,
পাড়ার গোলাম মুচী
প্রেমের খোলাম-কুচি
দু'হাতে ছড়ায়।
ফুটেছে ব্যাঙের ছাতা,
কেন, আগে বলেছি তা'
প্রসন্ন পেচক,—
বলেছি স্যাকরা পাখী
শুক্‌নো শাখায় থাকি'
করে ঠক্ ঠক্ ;—

বলিনি, আকাশ-কোণে
আলো তা'র দিন গোণে,
হাসে অন্ধকার,
অর্থহীন কলরোলে
উত্তাল প্লাবন দোলে
এপার ওপার,—
শ্যেনপক্ষ সারি সারি
মুহূর্ত্তেরা দেয় পাড়ি
সন্ত্রাস অন্তরে ;
ওগো বন্ধু, মাঝে তা'র
কেঁদে কেঁদে কে আমার
শ্রাবণ সন্তরে ?

এসিয়ার আশা

বসেছিনু নিঃসঙ্গ—

সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল

বিপুল শকুন-সঙ্ঘ।

ক্ষণিকে ঢাকিল রাহুল ছায়ায়

উদয়-অস্তাচল,

তাদের পাখার শ্বাসে প্রশ্বাসে

প্রলয়ের পরিমল।

চক্ষে তাদের সুতীক্ষ্ণ কালো

রঞ্জন-আলো জ্বলে,

নড়ে' নড়ে' উঠে নরকঙ্কাল—

মরণের তনু-তলে।

মহাদেউলের খিলান ফেটেছে,-
রবি ডুবে তারি ফাঁকে,
সেই কাল-সাঁঝে শকুনসঙ্ঘ
উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মেরু-অরোরার ঝর্ণাঝারায়—
করিয়াছে উষাস্নান,
কুরুবর্ত্তের আকাশ ভাসায়ে
অবিরাম অভিযান।
বারেক গৌরীশঙ্কর-চূড়ে,
চিরতুষারের বুকে,
রেখে এল ক্ষণ-চরণচিহ্ন
বিশ্রাম-কৌতুকে।
বারেক শুনিল, বাঁকা চঞ্চুতে
ঘসি' চঞ্চল পাখা,—
দেওদারতলে সুরগঙ্গার
কুলু কুলু পিছুডাকা।

সাম্যম্

মানসসরসে মরালমিথুন
দেখাল মৃণাল তুলে,
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে' দুলে'।
পারসী-গোলাপে গাহে বুল্‌বুল্
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস্ ইসারা জানায়—
পাইনে ও পপ্‌লারে।

অবহেলি' সবাকায়—
নির্নীড়মতি নির্ভয়গতি
শকুনসঙ্ঘ ধায়।
চক্ষে কেবল সুতীক্ষ্ণ কালো
রঞ্জন আলো জ্বলে;
নড়ে' নড়ে' উঠে নরকঙ্কাল—
তন্বীরও তনুতলে।

ওদের ডানার ঘন মন্থনে
　　যত বুদ্‌বুদ্‌ ফুটে,
বিশ্বের নীল নবনীত বিষ
　　বুঝি ভেসে ভেসে উঠে।
গণ্ডুষে ওরা পান করিল কি
　　পীতসাগরের বারি ?
লোহিতসাগরে ভরিয়া লবে কি
　　রাঙা হৃদয়ের ঝারি ?

কৃষ্ণসাগর উড়াইয়ে লয়ে—
　　কালবৈশাখী ঝড়ে
সাহারার বুক জুড়াবে কি ওরা
　　ঘন মেঘাড়ম্বরে ?
আকাশে আকাশে নিবাইয়ে বাতি
　　সঞ্চারি' কালো ছায়া
অতলান্তিকে ডুবাইবে কিরে
　　যত প্রশান্তী মায়া ?

সাত সাগরের তলে তলে যত
বেদনা গুমরি মরে—
সে ব্যথা কি আজ হাল্‌কা হয়েছে
ওদের পক্ষভরে ?
শত শৈলের পাঁজরে পাঁজরে
পুঞ্জিত ব্যথাভার—
সহসা আকাশে ছাড়া পেয়ে হাসে
মুক্তির হাহাকার ?

আমার মনের বাতায়ন খুলে'
বসে আছি নিঃসঙ্গ—
গরুড় যে কাজ পারেনি তা আজ
পারিবে শকুনসঙ্ঘ ?

কুয়াসা

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যুষ
ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন,—
মাথা গুঁজে বসি উনানের পাড়ে
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া ফুঁ পাড়ে
চির-নিরশনা ধূসর-বসনা
রজনী কাহার জন্য ?

সায়ম্

আজকে দিনের ভিজে কাঠখানা
শত আয়াসেও জ্বলে ত উঠে না
আকাশের পূর্ব্ প্রান্তে,
আজ আসিয়াছে কুয়াসাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন
ক্ষুধিতে ও পথভ্রান্তে !

একা চাকাভাঙা কাককেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষাপথে,
বুঝেছ ?
গগনবিহারী সে কাককণ্ঠে
হে কবি, তোমার
কোকিল-কূজন কূজেছ ?

পুষ্পের অন্তরে গন্ধের ক্রন্দন,
পুষ্পের পায়ে পায়ে বৃন্তের বন্ধন,—
কবোষ্ণ কল্পনা, ছন্দের আল্‌পনা,
অবশ্য মিথ্যা ;

সাম্যম্

অন্ধরাজের নারী সুন্দরী গান্ধারী-
পঞ্চকন্যা হ'তে অনন্যচিত্তা !

না-রজনী না-দিবস
ধূমময় মাঘমাস,
শীতের বাতাস বহে শীতের বাতাস,
ধূমাবতী-কর হ'তে শীতের বাতাস।

অতি ক্ষুন্ময়ী ধূমাবতী ওই
রথ ছেড়ে চলে হাঁটিয়া,
রূপে রসে ভরা বিচিত্র ধরা
মুছে ফেলে জিভে চাটিয়া।

রংদার কায়া রাংতার মায়া
আব্রু ও ছায়া ঘুচেছে,
বাঁশ দড়ি খড়ে বাঁধা কবন্ধ
সুধা খেয়ে মুখ মুছেছে !

কত ক্ষতি ক্ষুধা কত লোভ ক্ষোভ
কতদিন ধোরে চাপিয়া
এতদিনে আজ উঠিয়াছে ওই
দামোদরোদরও ফাঁপিয়া।

হে কবি এ কথা জানিতে,—
উদরাধ্মানে মাথার বেঠিক্,
আধাদৈবিক আধ্যাত্মিক,
কবিরাজ, তুমি মানিতে।

তবে বিস্ময় কিসে ?
নিরাশা দুরাশা কুয়াসায় যদি
ধরণী হারায় দিশে ?
কেন কর এত কুৎস ?
এই কুয়াসারই বিভ্রমতলে
ফুল কি ধরেনি চৈতি ফসলে ?
ঊর্দ্ধে ইহার নভোমণ্ডলে
ঝরে নাকি আলো উৎস ?

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যূষ
কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ;
আজ আসিয়াছে কুয়াসাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন,
তা বলে' ধরণী তপনঘরণী
যাবে কি গো উৎসন্ন ?

শুভ ফাল্গুনী তিথি

সীঁথির সিঁদুরে উজলিয়া তুলি'
মধুযামিনীর স্মৃতি
অয়ি কল্যাণি, এবারও যাপিলে
শুভ ফাল্গুনী তিথি।
প্রভাতে উঠিয়া সম্বরি' বাস
হাসিয়া সলাজ হাসি
পুষ্পের প্রায় পড়ি মোর পায়
নীরবে কহিলে—'আসি!'

'আসি' বলি' চলি' গেল দ্বারপথে
শুভ ফাল্গুনী তিথি,—
দিনের আলোকে মিলাইল ধীরে
মধুযামিনীর স্মৃতি।

তবু পড়ে মনে সেই ফাল্গুনে
চাহিলে যখন মুখে,
অবাক্ আশার নীল যবনিকা
দুলে উঠেছিল বুকে।
তখনই বুঝিনু নহ নহ তুমি
ফুল্ল গোলাপ-শাখা,
বর্ণ জ্বালিয়া গন্ধ ঢালিয়া
দুদিনে হবে না ফাঁকা।
বিফল বৃন্তে শিথিল পাঁপড়ি
পড়িবে না ঝরি ঝরি,-
তুমি যে মনের রসাল-বনের
রোমাঞ্চ-মঞ্জরী।

ভেসে আসে তব মৃদু সৌরভ
নববসন্ত-কূলে,
কিশোর কষায় কিসলয়-রসে
পিকের কণ্ঠ খুলে।
সারা তনু ভরি জাগে মঞ্জরী
মর্ম্মের মধুভারে,
তোমা ঘেরি শত সম্ভাবনার
গুঞ্জন ঝঙ্কারে।

হে মোর মনের মাধবী-বনের
সহকার-মঞ্জরী,
তার পর কবে গিয়াছে ফাগুন,—
বিফলে পড়নি ঝরি।
ফাগুন টুটেছে ঝামট ছুটেছে
ধু ধু চৈতালী বুকে,
বার বার সখি তোমারি ছায়ায়
এসেছি শুষ্ক মুখে।

কালবৈশাখে তড়িৎ-ঝঞ্ঝা
দিল তোমা কত ব্যথা
ছিঁড়ি' নব ফল পল্লবদল,—
নতমুখে সহেছ তা।
আজি মন্থর নিদাঘ-কাতর
দাহন-দীর্ঘ দিন,
ক্ষান্ত এখন অলিগুঞ্জন,
কোকিল কণ্ঠহীন।
তবু দিনশেষে শ্যাম-সমাবেশে
সফল মহিমা তব
মধুযামিনীর স্মৃতি-সুস্মিত
লভে রূপ অভিনব।

'আসি' বলি তোমা আশীষিয়া গেল
শুভ ফাল্গুনী তিথি,
নূতন সিঁদুরে কে আঁকিল সখি
পুরাতন তব সীঁথি?

বসন্ত

(১)

অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মমাঝে
কাটে বেলা অবকাশহীন।
সহসা তুলিতে মাথা দেখিনু বাহিরে
বাতায়নমূলে,
দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের দিন।

আকাশের নীলে তার কিশোর চাহনি,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ,
কোকিলের কুহুচ্ছন্দ,
দখিণার মৃদুমন্দ,—
গ্লানিহীন, প্রত্যাশী নবীন
ফাল্গুনের দিন।

আমাতে তোমার বন্ধু কোন প্রয়োজন ?
এ বয়সে আর আমি যাব না সাজাতে
ফলের চরণে
ফুলের মরণডালা,
সাথীদের সাথে আর গাঁথিব না
মাধবীবধূর নিদাঘবরণ-মালা।

মধুগন্ধ ছায়ায় ছায়ায়
নতমাথে ফিরে যায়
ফাল্গুনের দিন।

দূর আকাশের পাখী
আকাশে বিলীন।
নামিল সন্ধ্যার ছুটি ;—
হয়ত এ জীবনের মত
ফিরে গেল ফাল্গুনের দিন।

(২)

হায় হায় করে হাওয়া
চৈতালীর তীরে।
কর্ম্মহীন কাটে দিন
নিতান্ত নির্জ্জন
একান্ত আসক্তিহীন
ডাক্‌বাংলার একোদ্দিষ্ট খাটে।
সম্মুখে বিরাট বৃক্ষরাজি—
বাদাম শিরীষ শিশু ঝাউ
অশ্বত্থ প্রাচীন ;
কর্ম্মহীন দিন।

হাওয়ায় হাওয়ায়
ঘুরিতে ঘুরিতে বাঁকা পথে
ঝরে' পড়ে বাকি পাণ্ডু পাতা,
প্রাচীন শিশুর আর বৃদ্ধ শিরীষের
বিগত বাসন্তী কিসলয়।

ঝাউয়ের ঝাপ্‌সা আব্‌ডালে
সতর্কচরণ
কিঙ্করেরা করে সঞ্চরণ,—
দখিণার অন্তঃপুরে
কালবৈশাখীর নৃত্য-নিমন্ত্রণ।

নির্জ্জন এ ডাকবাংলার,
পুরাতন এ পান্থশালার,
ঠিকানা ভুলিয়া যদি যাই—
তবে যেন আপনার হারানো ঠিকানা
সহসা কুড়ায়ে পাই
পুরাতন পত্রস্তূপ মাঝে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফেনশীর্ষ তরঙ্গবন্ধুর
সিন্ধুর সীমান্তদেশ,
বারোমাস হা হা বহে হাওয়া ;
গিরিশৃঙ্গে সারে সার
শোভিত-তুষার
দুলে দেওদার,
নিম্নে নাচে নির্ঝরিণী ;
মরু-অঙ্গে কাঁপে ছায়া শীর্ণ খর্জ্জুরের ;
দুস্তর আকাশে মিটি মিটি জ্বলে
প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ-প্রদীপ।
পুরাতন পাণ্ডুপত্র
ঘুরিতে ঘুরিতে নেমে আসে,
ছত্রে ছত্রে লেখা কথা গেছে মুছে,—
অতি পরিচিত হস্তাক্ষরে
কত আনন্দের কথা,
অশুভ সংবাদ কত,
কত আত্মনিবেদন ব্যথা অভিমান,
সান্ত্বনা আশার বাণী, শোকার্ত্ত ক্রন্দন,—

সায়ম্

পাণ্ডু পত্রস্তূপ—
আজ তার কোন মূল্য নাই
একান্ত আসক্তিহীন ডাকবাংলায়

দারা পুত্র পরিবার
আমি কার কে আমার !
পঞ্চাশোর্দ্ধে এসেছি কি বনে ?
বৃন্তহীন পুষ্প সম
ফুটিয়াছে আত্মা মম
জীর্ণ পান্থশালে সংগোপনে ?

উদরের ক্ষুধা'পরে
ফেনায়ে উপছি পড়ে
হৃদয়ের সুধাপাত্র মোর ;
বিরাট বাদাম গাছে
বিদায়ী হাওয়ার নাচে
বাদামী পাতার ছিঁড়ে ডোর।

তোমারে শুধাই বন্ধু, তোমারে শুধাই—
ক্ষুধায় পড়িল চাপা কত না সুধাই !
আজ যদি চৈত্রশেষে
অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে
পরিচয় মিলিল কপালে,
বৃন্তহীন পুষ্পসম
ফুটে থাক্ আত্মা মম
অজানা এ জীর্ণ পান্থশালে।

নির্ঝঞ্ঝাট প্রকাণ্ড আকাশ,
নির্ণিমেষ নীল অবকাশ,
হেথা বন্ধু চির চৈত্রমাস !

শঙ্খ

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মন্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

১৮৭

সাম্যম্

আজি প্রশান্ত মধু-সন্ধ্যায়
কে গো কল্যাণি বাজাও আমায়
তুলিয়া দু'খানি বর্ত্তুল পাণি
শোভিত শুভ্র বলয়ে ?
উন্মুখ মুখ-মারুতের ঘায়ে
তুলিছ এ বুকে সাগর জাগায়ে !
বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন-প্রলয়ে—
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ,
অসংখ্য মূক-শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক ।

থামায়ো না তবে, নামায়ো না আর,
ধ্বনিয়া আমারে তোল' বারবার,
তুমুল হউক আহ্বান তব
মরণে করুক্ ধন্য ।

অয়ি কল্যাণী কুটীর-কন্যা,
মুক্ত করো গো বেদনবন্যা,
পার্থের রথে কুরুক্ষেত্রে
বাজুক্ পাঞ্চজন্য।

সন্ধ্যা ঘনায়, মুদ্রিত-প্রায়
পদ্মযোনির পদ্ম—
চক্রপাণির চক্রের ডরে
রজনী খুঁজিছে ছদ্ম

শেষ দেখা

ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুত্তব্যোম্‌
আঁকড়িয়া করে ডুবে গেল—ওম্‌
ভূর্ভুবঃ স্বঃতৎসবিতা স্বয়ম্‌ !
শীর্ণ নদীর অদৃশ্য বাঁকে
নিরশ্রু মম অনিমেখ আঁখে
ঘনায় বন্ধু সায়ম্‌ ।

হয় ত মোদের এই শেষ দেখা,
আগামী আঁধারে একেবারে একা !
যে-বেদন আজও নহে নিবেদিত
সে ওই আকাশে কেঁদে যায়,—
ম্লান সন্ধ্যার এক তারা আর
গোধূলিধূসর গেরুয়ায় ।



